بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ
وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ
فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

রাব্বি আওঝি‘নী– আন আশকুরা নি‘মাতাকাল্লাতী– আন‘আমতা ‘আলাইইয়া ওয়া ‘আলা-ওয়া-লিদাইইয়া ওয়াআন আ‘মালা সা-লিহাং তার্‌দা-হু ওয়া আদখিল্‌নী বিরাহমাতিকা ফী ‘ইবাদিকাসসা-লিহীন।

‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ করো এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করো।’

আল্লাহর ৯৯ নাম

আল্লাহর দয়ালু গুণবাচক নামগুলোর মাহাত্ম্য

নিবেদন

ড. আবদুন্ নূর

বুঝিবার জন্য কুরআন অধ্যয়ন
STUDY AL-QURAN
TO UNDERSTAND

আল্লাহর ৯৯ নাম
ড. আবদুন্ নূর

প্রকাশক:
স্টাডি আল-কুরআন টু আন্ডারস্ট্যান্ড সোসাইটি (S-14090/2024)
বাইতুল জান্নাত ইসলামিক সেন্টার
২৫/এফ, বীর উত্তম কে এম শফিউল্লাহ সড়ক (গ্রীণ রোড), ঢাকা ১২০৫
মোবাইল: +৮৮ ০১৮২১৭৮৮৫২৩, +৮৮ ০১৭৪৮৪৪৪৯৪৫
ই-মেইল: studyalqurantounderstand@gmail.com

প্রথম বাংলা সংস্করণ: অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুলাই ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব:
© ড. আবদুন নূর
abdunnoor0202@gmail.com
www.abdunnoor.com

সম্পাদনা:
মিনার মনসুর

ক্যালিগ্রাফি:
ইয়াসমিন নাহার | yesmin.nahar55@gmail.com

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠা বিন্যাস, অলংকরণ ও মুদ্রণ সহযোগিতা:
আতিকুর রহমান | atiq.mohammadrahman@gmail.com

পরিবেশক:
বুক পয়েন্ট পাবলিকেশন্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: +৮৮ ০১৭১৬-৮৬৬৩২০, +৮৮ ০১৯২৬-৬৮০২৫২
ই-মেইল: bookpoint.bd@gmail.com

মূল্য: ২৫০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-93241-1-9

Allahr 99 Naam by Dr. Abdun Noor
Published by Study Al-Quran to Understand Society (S-14090/2024)
First Edition: Amar Ekushey Book Fair-2018
2nd print: July 2024
Price: Tk.250.00

উপহার

প্রাণপ্রতিম সদ্যোজাত দৌহিত্র কেভান ও দৌহিত্রী আয়লাকে। প্রার্থনা করছি দীপ্ত মননে প্রাণবান জ্ঞানবান সমাজ গঠনের প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাবে ওরা যমজ ভাই-বোন বিশ্বজুড়ে। মহান আল্লাহ ওদের রক্ষা করুন এবং প্রতিটি পদে ও স্তরে সহায়ক হোন।

ভবিষ্যৎ রক্ষিত হয়েছে আশা ও উদ্দীপনার যাচঞায়। আগামী সময়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভেসে আসবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। নিবেদিত হয়ে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে। প্রতিটি প্রয়াসীর প্রতিটি অন্বেষীর ধমনিতে প্রবাহিত রক্তধারা সত্যের জয়গাথায় বংশপরম্পরায় নিয়োজিত রবে কলুষহীন বিশ্বসমাজ গঠনে। রূপময় মুগ্ধময় চিরায়িত চিরঞ্জীব স্বাধিষ্ট বিশ্বধাতার প্রসন্নতা অর্জন করবে। স্বীয় ও প্রতিটি বিশ্বাসীর প্রজন্ম নিবেদিত হবে ব্রতপূর্ণ জ্ঞান সাধনায়। 'আল্লাহর ৯৯ নাম' উৎসর্গিত হলো আগামীর তরঙ্গিত প্রজন্মের প্রতি।

ভবিষ্যতের সাথে স্মরণ করছি অতীতকে। স্মরণ করছি অতীত-গত প্রত্যেক বিশ্বাসী মানবকুলকে। তাঁদের সম্মিলিত অবদিত জ্ঞানধারাকে।

স্মরণ করছি আমার পিতা ও মাতা শেখ মুহম্মদ পাটোয়ারী ও বেগম নুরুন নাহার বেগমকে। স্মরণ করছি স্বীয় জায়ার পিতা-মাতা খায়রুদ্দীন আহমদ ও নুরুননেগার বেগমকে। মহান আল্লাহ তাঁদের জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। সুম্মা আমিন।

বিনীত

আবদুন নূর
৬৪০৪ উইলসন লেন
বেথেস্‌দা, ম্যারিল্যান্ড
যুক্তরাষ্ট্র, ২০৮১৭

সূচিপত্র

পূর্বলেখ / ০৭

ভূমিকা / ০৮

পাঠক সমীপে নিবেদন / ০৯

ক্যালিগ্রাফি রূপায়ণে / ১৭

আল্লাহর ৯৯ নাম / ১৮

আসমাউল হুসনা / ১২০

আরো প্রশংসিত নাম / ১২৩

অন্বেষার প্রত্যাশায় / ১২৪

সহায়ক গ্রন্থ / ১২৬

কৃতজ্ঞতায় / ১২৭

পূর্বলেখ

মহান আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে লেখা 'দ্যাই নেমস' বইয়ের জন্য আবদুন্ নূর নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবিদার। অতুলনীয় এই বইয়ে তিনি প্রচুর সময় ও ধৈর্য নিয়ে পবিত্র কোরআন শরিফ ও মহানবী (স.)-এর বাণী (হাদিস) থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহর বিভিন্ন নামের গূঢ় অর্থ বোঝার নিমিত্তে লেখকের যে গভীর আগ্রহ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয়, তা সত্যি অনস্বীকার্য। যাঁরা আরবি ভাষা বোঝেন না, তাঁদের জন্য এ বইটি বিশেষ উপহার ও পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

আরবি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা। অনুষঙ্গের ওপর ভিত্তি করে একটা আরবি শব্দের অনেক অর্থ হয়। বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের করা কোরআনের ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদের ব্যাখ্যাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গের বিবেচনায় তিনি যথাসম্ভব সর্বোত্তমটি ব্যবহার করেছেন বলে আমি মনে করি।

এটি জোর দিয়ে বলা যায় যে স্রষ্টার গুণাবলির তাৎপর্য শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, তা সকল মানবের জন্য বার্তা বহন করে। কোরআনের বার্তা শুধু মুসলমানদের জন্যই আসেনি, তা এসেছে বিশ্বমানবতার জন্য। আল্লাহ বলেন, 'তিনি দূত পাঠিয়েছেন সকল দেশের জন্য এবং সকল যুগের জন্য'। এ অর্থে সব মানুষকেই স্রষ্টার গুণাবলি অনুধাবন ও জীবন চলার পথে তা ধারণ করা উচিত। আর এভাবেই তা সামগ্রিকভাবে সকল মানবের ঐক্যের বাহন হতে পারে।

স্রষ্টার গুণাবলি আমাদের অস্তিত্বের সবকিছুকে ধারণ করে মানবতাকে ওপরে তোলে—ব্যক্তিসত্তাকে তোলে অস্তিত্বের উঁচু স্তরে। এক অর্থে সত্য ও শাশ্বত মূল্যবোধের অনুসন্ধানই প্রতিফলিত হয়েছে আবদুন্ নূরের গ্রন্থে।

লেখকের ইংরেজিতে লেখা 'দ্যাই নেমস' গ্রন্থটি ইতিমধ্যে পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে গ্রন্থটির বর্তমান বাংলা রূপান্তর বাংলাভাষীদের মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ সাড়া জাগাবে।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম
ডেপুটি চেয়ারম্যান
প্রথম বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ।
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ভূমিকা

আল্লাহর নাম প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে খোদিত। হৃদয়টি মুমিনের অর্থাৎ বিশ্বাসীর। তার প্রতিটি নিশ্বাস আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ তিনিই আমাদের দিয়েছেন এই নিশ্বাস। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত, তার চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহর নিয়ামত। এই নিয়ামত আমাদের জীবনকে যতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তার সিংহভাগ কোরআনের মধ্যেই। যে কোরআন চিনেছে, আল্লাহর সঙ্গে হয়েছে তার পরিচয়। যে চেনেনি, তার সঙ্গে আল্লাহর নামেরই-বা কী সম্পর্ক?

আমার নিকট-বন্ধু, বহুদিনের বন্ধু, প্রাণের বন্ধু, বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। তার সাহিত্যকর্ম যেমন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম 'দ্যাই নেমস' ইংরেজি ভাষায় সমস্ত বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত। আল্লাহর ৯৯ নাম নিয়ে তার এই প্রচেষ্টা যেমন আকৃষ্ট করেছে জ্ঞানীদের, তেমনি আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষকেও। যেহেতু আমি তার বন্ধু এবং নবীর উদ্দেশে আমার প্রথম প্রণতি 'মুহম্মদের নাম' ৩০ বছর আগে প্রণীত এবং যেহেতু আমি কোরআনের অনুবাদ করেছি 'স্পষ্ট জ্যোতি আল কোরআন', সে কারণেই সম্ভবত তিনি আমার মতো অভাজনকে নির্বাচিত করেছেন ভূমিকা হিসেবে দুয়েকটি কথা লেখার জন্য। আমি এর যোগ্য নই।

যখন আমি লিখেছিলাম 'যে নামেই ডাকি', তখন অনেক চিঠি পাই আমার ভক্তদের কাছ থেকে। কারণ সেখানে সব ধর্মের নামগুলোই আমি উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। তারা জানান, আল্লাহর এই নামগুলোর তাৎপর্য কি আমি জীবন থেকে পেয়েছি, না বই থেকে? ভাবতে বসলাম। কিছু জীবন থেকে, কিছু বই থেকে, অর্থাৎ অপরের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বন্ধু ড. আবদুন্ নূরের অভিজ্ঞানও তাই। আল্লাহর যেকোনো নামে প্রবেশ করি না কেন, সেখানে তিনি এনেছেন প্রথমে কোরআনের আয়াতটুকু, যেখানে সেই নামটি বর্ণিত। এরপর তার অনুবাদ। সবশেষে যেটি লেখকের মনে ঢেউ তুলেছে, তার নাম দিয়েছেন দোয়া। এটাই প্রকৃত হৃদয়ের ঢেউ। আমি মাঝে মাঝে পড়েছি এবং কেঁদেছি। হে আল্লাহ, আমার বন্ধুকে তোমার নামের স্বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়ো, যেন আমরা পাঠকেরাও সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত না হই।

আমি কিছুই নই। নবীর জীবনী লিখতে দিয়ে একশটি বই পেয়েছি, যার অর্ধেক নবীর বিপক্ষে, আর অর্ধেক স্বপক্ষে। নবীনদের উদ্দেশে যখন বইটি লিখি, তখনো বুঝিনি, এটি ছিল আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

আবদুন্ নূরের অনেকগুলো উপন্যাস প্রকাশের পর যখন সে আমাকে 'দ্যাই নেমস' বইটি উপহার দিল, তখনো বুঝিনি এটির মধ্যে আছে কোরআনের স্বাদ, বুঝিনি এর মধ্যে আছে বেহেশতের আহ্বান, বুঝিনি এটি কোরআনের নির্যাস। 'দ্যাই নেমস' নিয়ে আসে আমার জন্য এক অনাস্বাদিত জগৎ, যার প্রতিটি পাতায় আরবিতে আল্লাহর পবিত্র নাম নানা রঙে সমন্বিত। এর আগে আর কোনো বইয়ে খুঁজে পাইনি।

'আল্লাহর ৯৯ নাম' অসংখ্য বাংলাদেশি ও বাংলাভাষী মানুষের জন্য একটি সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থ বলে আমার বিশ্বাস ও প্রার্থনা। প্রতিটি পাতা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় সুবাসিত। আমি অন্তরের সঙ্গে আমার বন্ধুর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ তার মনের আশা পূর্ণ করেন, যেন জীবনের পথ শেষে আল্লাহর পবিত্র সান্নিধ্য তার জীবনকে করে তোলে সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত।

মুস্তাফা জামান আব্বাসী
লেখক ও সংগীতজ্ঞ। কনভেনার ও সিনিয়র রিসার্চ স্কলার
কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দীন আহমদ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডি সেন্টার
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২২৯,
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, আইইউবি
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

পাঠক সমীপে নিবেদন

১. যাপিত জীবনের ছবি

মানুষের জীবনে সুখ নেই, স্বস্তিও নেই। বিশ্বজুড়ে চলছে চরম অস্থিরতা। বাড়ছে সহিংসতা, ঝরছে রক্ত। শান্তির প্রত্যাশায় হাঁসফাঁস করছে মানুষ। সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখলেই ভেসে উঠছে নারী, শিশু নির্যাতনসহ হাজারো দুঃসংবাদ। ক্রোধ, হিংসাপূর্ণ থাবা মেলে ধরে বিশ্বসভ্যতার সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে দাবিয়ে রাখছে। প্রতিশোধের স্পৃহা স্বীয় সংহারের বিনিময়ে ধেয়ে আনছে শতসহস্র নির্মল মানুষের মৃত্যু। ধ্বংস হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন।

অন্য দিকে গোলার্ধের প্রতিটি মুসলিম দেশের অলিগলিতে সকাল-সন্ধ্যায় যদি হেঁটে চলি, দেখতে পাই আল্লাহর স্তুতি রূপায়িত হচ্ছে। বইরুতের তিনতলায় মরচে পড়া জীর্ণ গবাক্ষ থেকে নিচে তাজা ফলের ফেরিওয়ালার প্রতি দৃষ্টিরত বৃদ্ধার হাতে তাসবিহ। ঠোঁট নড়ছে। আল্লাহকে স্মরণ করছে। কায়রোর কিসসা-খানির গলির ক্যাফেতে বসে ধূমায়িত কফি পানরত প্রশ্নময় প্রৌঢ়ের হাতে তাসবিহ। কাসাবালাংকায় দ্রুতপায়ে চলা অফিসগামী যুবক লাফ দিয়ে পাবলিক বাসে চড়ছে। তার হাতেও তাসবিহ। ঢাকার গুলশানে বিয়ের মজলিসে সেজেগুজে গাড়ি থেকে নামছে মধ্যবয়সী মহিলা। তার হাতেও তাসবিহ। কুমিল্লার পথে সবুজ ধানের খেতের পাশে সূর্য মধ্যগগনে ঢলে পড়ার মুহূর্তে দূর্বাঘাসে গামছা বিছিয়ে নামাজে উদ্যত ঝুঁকে পড়া দুর্বল চাষি। তার হাতেও তাসবিহ। আম্মানের পুরোনো মসজিদ থেকে মাগরিবের সালাত শেষ করে দলবদ্ধ হয়ে কথা বলতে বলতে ঘরে ফিরছে মুসল্লি। তাদের হাতেও তাসবিহ। ওরাও মহান রবের স্মরণে প্রস্তুত।

ছোট-বড়, বৃদ্ধ-যুবকনির্বিশেষে তাসবিহ হাতে রেখে আঙুলের নিরিখে জপ করছে মহান রবকে। স্তুতি ধ্বনিত হচ্ছে শতসহস্র-নিযুত কণ্ঠে রাস্তায় বাজারে ট্রেনে বাসে কর্মক্ষেত্রে। নিঃশব্দ হৃদয়ের আর্তি মিশিয়ে সম্মিলিত উচ্ছ্বসিত ধ্বনি। ‘হে সকল প্রশংসিত নামের অধিকারী। তুমি কাছে আছ। কাছে থাকো। তোমাকেই স্মরণ করি। তোমারই শরণার্থী আমরা। কাছে ডেকে নাও।’

সংবাদমাধ্যমে আমরা নিত্য দেখছি দুটো পৃথক চিত্র। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চলার পথে সংবাদপত্রে, টেলিভিশনের পর্দায় বা বেতার ধ্বনিতে বারবার দুটো বিপরীতমুখী চিত্র। একদিকে বিশ্বাসের নামে সংহার। অন্যদিকে বিশ্বাসের নামে মহিমা স্মরণ। দুটো চিত্র পরস্পরবিরোধী। দুটো চিত্রে গ্রথিত হয়েছে দুর্বার অসঙ্গতি ও অনতিক্রম্য ব্যবধান। মুসলিম জাতি বিভাজিত।

২. কোরআনের প্রথম বার্তা

নবুয়তের নিযুক্তি দিয়ে প্রথম যে বার্তা নবী মুহম্মদকে পাঠিয়েছেন মহান রব, (নবীর ওপর তাঁর সকল শান্তি বর্ষিত হোক)

> ৯৬.১: পাঠ করো [এই কোরআন], তোমার রবের নামে, সৃষ্টি করেছেন যিনি।
>
> ৯৬.২: তাঁর সৃষ্ট মানবসন্তান বীজকোষ [আলাক] থেকে।
>
> ৯৬.৩: পাঠ করো [এই কোরআন], [তোমার রবের নামে], মহামহিমান্বিত যিনি,
>
> ৯৬.৪: কলমের সাহায্যে শিক্ষা দেন যিনি
>
> ৯৬.৫: মানুষকে, যা সে জানেনি।

নবী পড়তে জানতেন না। তিনি লিখতে জানতেন না। কিন্তু জীবন সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ নন। তিনি জ্ঞানগর্ভ। তিনি যুক্তিপূর্ণ। সেই যুক্তির মাধ্যমে তাঁর মননে তিনি সদা অন্বেষণরত কী কারণে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন। কেন তাঁর সৃষ্টিকর্তা সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কীভাবে সমগ্র ভূমণ্ডল সৃজিত হয়েছে।

পাঠ বা লেখায় অপারদর্শিতায় সেকালে নবী শুধু একা নন। বরং সে যুগে আরব দেশের অধিকাংশ নারী-পুরুষের অক্ষরজ্ঞান ছিল না। বাণিজ্যের জন্য মৌখিক চর্চা হতো। কাব্য ও সাহিত্যের অনুসারী বাগ্মিতায় নির্ভর করতেন। কথার আদান-প্রদান হতো। কিন্তু উন্নত আরবি হরফ থাকা সত্ত্বেও ভাষাকে লিখে রাখা ও চর্চা করার প্রথা মাত্র কিছুসংখ্যকের মাঝে সীমিত ছিল।

সেকালে আরব সমাজে পাঠ না করার অপারগতা, লিখতে না পারার অক্ষমতা ব্যতিক্রমী প্রথা বলে গণ্য হতো না। বরং পুরুষের সমাজে বড় হওয়ার জন্য প্রয়োজন হতো বাগ্মিতা, সবল স্বাস্থ্য, অস্ত্র ধারণে পারদর্শিতা, আর্থিক ও বাণিজ্যিক কুশলতা। শিল্প ও সংস্কৃতিতে প্রাধান্য পেত কবির লড়াই, সুর ও ধ্বনির ললিত বিন্যাস, কল্পনায় কাব্য রচনা ও কবির লড়াই। যারা এসব কুশলতা আয়ত্ত করতে পারত, তারাই সমাজে প্রাধান্য পেত। শুধু আরব সভ্যতায় নয়, বরং সেই যুগের প্রায় প্রতিটি স্বীকৃত সভ্যতায়। রোমক বা পারসিক শাসক মহলে বা সম্ভ্রান্ত মহলে সর্বজনীন সাক্ষরজ্ঞান ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি। তেমনি হয়নি চীন বা ভারতীয় সভ্যতায়। প্রতিটি সভ্যতায় ধার্মিক বিশ্বাসের বিধিত নিয়ম বিম্বিত হয়েছে মুখে মুখে। অতীতে প্রেরিত নবীকুলদের মাঝেও অক্ষরজ্ঞান প্রাধান্য পায়নি।

সেকালের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের প্রথম আয়াতে এল পাঠের নির্দেশ, এল লেখার নির্দেশ। এল কলম ব্যবহারের নির্দেশ। কোরআনের প্রথম বাণী ঘোষণা করেছে পড়ালেখাকে বিশ্বে মানবসমাজের সর্বজনীন অধিকার হিসেবে। পরবর্তীকালে বারবার কোরআনে ধ্বনিত হয়েছে, লিপিবদ্ধ করো তোমাদের অঙ্গীকার। লিখে রাখো সম্পদ বণ্টন, তোমাদের ইচ্ছা, লিখে রাখো তোমাদের বাণিজ্যিক অঙ্গীকার। লিখে রাখো তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত প্রতিটি ওহি। প্রিয় নবীর নির্দেশে ও সজাগ তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত ওহি সাথে সাথে লিপিবদ্ধ করতেন তাঁর নিয়োজিত লিপিকারগণ।

৩. জ্ঞান অন্বেষণে রত হও

আল্লাহ সর্ব অবহিত। আসমান-জমিনে এমন কিছু নেই যা তাঁর জ্ঞানের অতীত। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি পরিজ্ঞাত। অবশ্যই তিনি জানবেন চয়নিত শেষ নবী পড়তে জানতেন না। নিযুক্ত নবী অন্যান্য সম্ভ্রান্ত আরব সন্তানদের মতোই। শৈশবকালে অক্ষর দক্ষতা আয়ত্ত করেননি। তবু তাঁর পূজ্য প্রভু প্রথম বার্তায় তাঁকে বারবার নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি পড়ো। তুমি কলম ব্যবহার করো। তুমি কলমের সাহায্যে শেখো। যা জানতে না, তা জানতে চাও। অনুধাবন করো। জেগে ওঠো। জ্ঞান অন্বেষণ করো যুক্তির সাহায্যে।

অস্তিত্বের আদি হতেই মানবজাতির প্রতিটি সভ্যতাকে, প্রতিটি সমাজকে মহান আল্লাহ এই দায়িত্ব প্রদান করেছেন। জানতে চাও। জানার আগ্রহ প্রকাশ করো। শিখতে চাইলে আল্লাহ তোমাকে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করবেন। প্রয়াসী হও। সাধনা করো। পবিত্র কোরআনে বারবার ধ্বনিত হয়েছে সেই মুখ্য বার্তা। জ্ঞান অন্বেষণ করো। জ্ঞান আহরণ করো। জ্ঞানই স্থায়ী সম্পদ। জ্ঞানই বিরাজিত সম্পদ। তুমি নিষ্ঠ চিত্তে আহরণে উদ্যত হও। তোমার প্রভু তোমাকে সাহায্য করবেন।

আল্লাহ শতসহস্র প্রশংসনীয় নামের অধিকারী। তাঁর মাঝ থেকে ৯৯টি নাম চয়নিত। প্রয়াসীর নিত্য স্তুতির জন্য স্তবগাথা। ৯৯টি নামের মাঝে একটি হলো আল আলিমু। তিনি জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞাময়। আল কোরআনে সবচেয়ে বেশি এই নাম বিধৃত হয়েছে। (সংখ্যাটি নির্ণয় করেছেন আরব গবেষক সিদ্দিকি ভেলিয়ানকোদে। দেখুন সহায়ক গ্রন্থতালিকা) তিনি জানিয়েছেন, কমপক্ষে ১৫৬টির বেশি আয়ায় তিনিই একমাত্র জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞাময়। সকল জ্ঞান তাঁর আয়ত্তে। জ্ঞানের অন্বেষণে রত হলে তোমাকে আসতে হবে তাঁর কাছেই। চাইতে হবে তাঁকে।

কখনো কি ভেবে দেখেছি কেন প্রভু বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তিনি জ্ঞানগর্ভ। কেন বারবার সেই নামের সর্ব স্বরূপ অনুধাবন করব। তাঁকে ডাকব। ডাকতে হলে কীভাবে ডাকব! কণ্ঠনালিতে অনর্গল সকাল-সন্ধ্যা-রাতভর যদি উচ্চারণ করি ‘তুমি সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়’, তবে কি সত্বর আমি জ্ঞানী হয়ে যাব! অন্তরের অন্তস্থল হতে যদি প্রার্থনা করি ‘রাব্বি জিদনি ইলমি’, তবে কি অলস স্বয়ংক্রিয়তায় আমি জ্ঞানগর্ভ হব।

নিজের দেহের প্রতি শারীরিকভাবে লক্ষ করি। তিনি দিয়েছেন হাত। দিয়েছেন আঙুল। দিয়েছেন দেখার জন্য আঁখি। শোনার জন্য কর্ণ। অনুভব করার জন্য অন্তঃকরণ। মেধার জন্য মস্তিষ্ক। তিনি গ্রথিত করেছেন আমাদের অজান্তে মাতৃগর্ভে সেই সক্ষমতা। স্বীয় প্রয়োগ ইচ্ছাও তিনি নিহিত রেখেছেন স্বীয় হৃদয়ে। যদি প্রয়োগ করি, সাধনায় জ্ঞানী হব। যদি না করি, তবে বনে-জঙ্গলে বিচরিত প্রাণিকুলের সমকক্ষ হব। নির্ধারণক্ষমতা আমার। চয়েস আমার।

রব আদেশ করেছেন, পাঠ করো। তথা কলম ধরো। শেখো। মানবজাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ভঙ্গুর ভ্রূণ হতে। বীজকোষ ক্রমে ক্রমে গঠিত হয়েছে। বর্ধিত হয়েছে। মানবজাতি যা জানে না, তা শেখার জন্য যেন তৈরি হয়। রব চেয়েছেন প্রিয় নবীর অনুসারীরা জাগরিত হবে। কলম ধরবে। ছড়িয়ে দেবে জ্ঞানের বাণী। বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির অনুকূলে সভ্যতার উন্নয়ন সাধনে প্রতিযোগী হবে। অগ্রসর হবে। বিশ্বময় একটি

জ্ঞানময় সমাজ সৃষ্টির ডাক নবী পেয়েছিলেন। নবী দিয়েছিলেন আমাদের। এসো। জ্ঞানের সাধনায় রত হও। পূজ্য প্রভুর আদেশ অনুসরণ করে প্রবৃত্ত হও লেখাপড়ায় স্বীয় জীবনের সফলতার জন্য। শুধু নিজের জন্য নয়। বরং বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিবন্ধনে। সমগ্র মানবজাতির জন্য। আজ হতে দেড় হাজার বছর আগে। আমরা কি পেরেছি সেই ডাকে সাড়া দিতে?

৪. গবেষণায় অবধান করছি ছয়টি চিন্তাধারা

কোরআন আমি পড়েছি। বারবার পড়েছি। ইংরেজিতে ও বাংলায়। তবু আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান সীমিত। প্রতিটি আয়া কখনো সহজ। কখনো দুরূহ। কখনো রূপক। পূর্ণ ব্যক্ত অর্থ অনুধাবন এখনো আমার সক্ষমতার বাইরে। তবু চেষ্টা করছি। বর্তমানে অনেকেই বাংলায় কোরআন অনুবাদ করেছেন। তার মাঝে বাংলায় চারটি ভাষান্তর আমার লেখাপড়ায় সহায়ক হয়েছে। অন্তরকে আলোকিত করেছে। মওলানা আকরম খাঁ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণাবিদদের যৌথ ভাষান্তর অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সাম্প্রতিককালে মুস্তাফা জামান আব্বাসীর সমসাময়িক অনুবাদ 'কোরআনের জ্যোতি' অনুপ্রাণিত করেছে। নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির অনুদান পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহর অশেষ করুণা বারবার তাঁদের ওপর ঝড়ে পড়ুক। এই নিবেদনে কোরআন থেকে উদ্ধৃত প্রতিটি আয়ার ভাষান্তর আমি মুস্তাফা জামান আব্বাসীর গ্রন্থ হতে নিয়েছি। মহান কোরআনের অসংখ্য অনুপম বক্তব্যের মাঝে ছয়টি চিন্তাপ্রবাহ আমাকে প্রভাবিত করেছে।

প্রথম চিন্তাধারা: মহাকাল হতে আজ পর্যন্ত জন্মপ্রাপ্ত প্রতিটি মানব সৃজিত হয়েছে একই উৎসে এক নাফস হতে। যদি অতীতের আদি অস্তিত্বে ফিরে যাই পাব মানবমণ্ডলীর প্রতিটি আত্মা প্রতিটি ভ্রূণের আধেয় একই উৎসে।

দ্বিতীয় চিন্তাধারা: আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমগ্র মানবজাতিকে একটি গোত্রে আবদ্ধ করতে পারতেন। একটি গোষ্ঠীতে সমগ্র মানবজাতি পরিবেষ্টিত হতে পারত। কিন্তু তিনি তার অনুপম প্রজ্ঞায় সমগ্র মানবজাতিকে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জন্মদান করে বিশ্বজনীন সামগ্রিক মানবিক বিকাশ ও উন্নয়ন প্রয়াসে প্রতিযোগী করেছেন। কেন, কী কারণে! আসুন কোরআন অনুধাবন করি।

> ১৬.৯৩: ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা করো, সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।
>
> ৫.৪৮: আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সেই অনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়ালখুশি অনুসরণ কোরো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

কেন, কী কারণে মহান রব ধরাবাসী মানবজাতিকে জন্ম দিয়েছেন বিভিন্ন গোত্রে, সমাজে ও সংস্কৃতিতে প্রতিযোগিতামূলক করে?

তৃতীয় চিন্তাধারা: নিখিলের প্রতিটি রং রংময়তায় পবিত্র। শুধু আল্লাহর নিরিখে রচিত। প্রতিটি রং তার রং। রঙের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়নি এবং সেই ভিত্তিতে প্রগতি আহরণ হবে অনুচিত। প্রতিটি প্রাণীর প্রতিটি রক্তবিন্দু একই রক্তরঙে রঞ্জিত।

চতুর্থ চিন্তাধারা: সব ভাষা আল্লাহর ভাষা। নিখিলের প্রতিটি জাতির মুখের ভাষা আল্লাহর ভাষা। তিনি প্রতিটি ভাষা সৃষ্টি করেছেন। তিনি অবগত প্রতিটি ভাষায়। যে ভাষা অতীতে হারিয়ে গেছে, তা-ও তিনি জানেন। যে ভাষা এখনো মুখে মুখে চলছে, তা-ও তিনি জানেন। অতীত অধ্যয়নের প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুকূলে তিনি আশা করেন প্রতিটি মানব গোত্র নিজ নিজ ভাষাকে লিখে রাখবে নিজ নিজ হরফে।

পঞ্চম চিন্তাধারা: কর্মচর্চা হবে অনুপম নিপুণতায়। তিনি চান সমগ্র মানবজাতির প্রতিটি সদস্য স্বীয় জীবনকালে আদিষ্ট সর্ব কর্মধারা সম্পন্ন করবে অনুপম নিপুণতায়। দক্ষতার শিখরে থেকে সে প্রসার করবে তাঁর জ্ঞানের

দীপ্তি প্রতিটি শৃঙ্খলতায় প্রতিটি জ্ঞানের আধারে পরম ঔদার্যে। সে নিজেকে করবে বিকশিত অন্যকে প্রকাশিত করে।

> ২.১৪৮: প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দিক আছে, সেদিকে সে মুখ করে। সুতরাং সৎকাজে প্রতিযোগী হও, তোমরা যেখানে থাকো না কেন আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। [কুল্লি শাইয়িন কদির]।

শেষ চিন্তাধারা: মানবসমাজ একে অন্যকে জড়িয়ে রাখবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। এক অনুপম বিশ্বসভ্যতা গড়ে উঠবে, যেখানে এক জাতির সম্ভার অন্য জাতির পরিপূরক। এক সম্প্রদায় নির্ভরশীল অন্য সম্প্রদায়ের ওপর পূর্ণ প্রগতি অর্জনে। উন্নয়নের সিঁড়িতে ওঠার পদে পদে একে অন্যের হাত ধরে উঠবে। পতনোন্মুখকে রুখে দেবে। জয়ধ্বনি হবে যৌথ অগ্রযাত্রায়।

ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন ডায়ালগ ২০০৮ সালের জুলাই মাসে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রায় এক হাজার ধর্মবিষয়ক চিন্তাবিদ ও গবেষক একসাথে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে সৌদি আরবের তদানীন্তন রাজা আবদুল আজিজ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। সেটা হলো: ‘তাঁর ইচ্ছা, সকল প্রশংসা শুধু তাঁর প্রাপ্য, বিভিন্ন গোত্রে অন্তর্ভুক্তিতেই মানবজাতি বিভিন্ন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে। মহান সর্বশক্তিমান প্রতিপালক ইচ্ছা করলে অবশ্যই মানবজাতির সবাইকে একই ধর্মে অংশীভূত করতে পারতেন।’

৫. উপাসনা করো এক ও একক বিধাতাকে।

তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক বিধাতা। তিনি অনন্য। স্বীকার করি। উচ্চারণ করি। মনে মনে গেঁথে রাখি। তাতেও কি তাঁর যথাযথ পূর্ণ উপাসনা হয়। বারবার পড়ে দেখি তাঁর প্রণীত বাণী।

> ৪.৩৬: আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার শরিক করবে না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।

মনে হয় শুধু আমার জন্য লেখা আমার প্রভুর সরাসরি নির্দেশ। অথচ তিনি একই নির্দেশ আরোপিত করেছেন আমার পাশের মানুষের জন্য। নির্দেশটি সর্বজনীন। সে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত, কোন বিশ্বাসের অনুসারী, সেটা বিচার্য নয়। বিচার্য হচ্ছে অমোঘ নির্দেশিত নীতি। সত্য এবং সময়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই নীতি সমগ্র মানবজাতির জন্য অতীতেও প্রযোজ্য হয়েছিল। বর্তমানেও প্রযোজ্য রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। নীতি এক। প্রথা এক। লক্ষ্য এক। তবু কেন ভেদাভেদ হিংসা সংঘর্ষ বিশ্বময়।

আল্লাহ আদেশ করেছেন আল কোরআনে। জ্ঞান আহরণ করো। সদা অধ্যয়নে ব্যাপ্ত হয়ে অন্বেষা করো নিখিলের গুপ্ত ও ব্যক্ত প্রতিটি উপকরণ। জানো ও জানতে চাও প্রতিটি উপাদান। জ্ঞান আহরণের প্রয়াসে সহায়তা দেওয়ার জন্য তিনি কয়েকটি তির্যক প্রশ্নও তুলেছেন বারবার।

- নিখিলের দিকে তাকাও। বারবার তাকাও। তুমি কি পাবে কোনো খুঁত নিখিলের সৃষ্টিতে।
- বিশ্ব পরিভ্রমণ করো। দেশে-বিদেশে বেড়িয়ে এসো। ইতিহাস খোঁজো। মানুষের ভাষার ও সংস্কৃতির বিবর্তন নিরিখ করো। দেখো কত শত শত সভ্যতা অতীতে বিকশিত হয়েছে, উন্নীত হয়েছে এবং অবশেষে এসেছে অপ্রত্যাশিত ধ্বংস। কেন, কী রোষ আপতিত হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার ওপর? সেই রোষ কি আবার ফিরে আসতে পারে না, ঘটতে পারে না বর্তমান সভ্যতার বিভিন্ন গোত্র ধারায়?
- কখনো কি তাকিয়ে দেখেছ আকাশে উড্ডীয়মান পাখি কেমন করে তার পাখা বিস্তার করে। এবং সংকোচন করে। কখনো কি অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চেয়েছে কেমন করে উড়ন্ত পাখি অদৃশ্য হাওয়ায় শক্তি প্রতিহত করে উজানে সাঁতার কাটছে বিশাল পরিশ্রমে। এবং কেন করছে বিস্তার পাখা!
- দেখেছ কি গাঢ় নীল আকাশ ভূমণ্ডলের ছাদ হয়ে ছায়া দিচ্ছে। বিষময় সূর্যরশ্মিকে প্রতিহত করে পরিশীলিত নির্মল আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। কোনো স্তম্ভ ছাড়াই নীল আকাশ দাঁড়িয়ে আছে ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে অনাদি দিগন্তের পরিসরে।

- ভেসে যাওয়া মেঘপুঞ্জে কখনো বিকশিত হচ্ছে বিজলি, কখনো-বা বজ্রধ্বনি। বর্ষিত বারিধারা কখনো জাগিয়ে দিচ্ছে মৃত ধরিত্রীকে। কখনো প্লাবিত করছে জাগ্রত ধরিত্রীর প্রতিটি উদ্ভিদ। কেন?

তাঁর অসংখ্য প্রশ্নের মাত্র কয়েকটি সহজ প্রশ্ন উদ্ধৃত হলো। প্রশ্ন তিনি করেছেন। উত্তর দিতে হবে উপাসনায় রত প্রতিটি বান্দাকে। সহজ-সরল ভাষায়। কতটা এগিয়েছি আমরা আল কোরআনের নির্দেশ পালনে। সম্ভব হবে কি উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে!

তাঁর শুধু একটি প্রশ্ন ধরি। কেন পাখি তার পাখনা বিস্তার করে? শুধু যদি তাই জানতে চাই, তবে আমাকে অধ্যয়ন করতে হবে একাদিক্রমে জীববিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা, জলবায়ু, অ্যারো ডায়নামিক। জ্ঞানের শুধু একটি ধারা তাঁর প্রশ্নের সম্যক জবাব দিতে সক্ষম হবে না। উত্তর পেতে হলে সমগ্র মনুষ্যকুলের সমস্ত শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলিত সম্ভারে ঢুঁড়তে হবে। তবু কোনো সত্য ও সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। সাধনা হবে আমার আরাধনা। আমার উপাসনা।

তিনি তাঁর সক্ষমতার উপমা দিয়েছেন। তিনি অঙ্গুলি পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। উপমা হিসেবে দেহের এত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকতে তিনি কেন বেছে নিলেন অঙ্গুলি? আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে কর্মশীল অঙ্গ। খেতে পারি। লাঙল চালাতে পারি। লিখতে পারি। বাঁধতে পারি। আঘাত করতে পারি। সব কাজের সর্ব-সহায়ক হাতিয়ার অঙ্গুলি। শল্যচিকিৎসকের অভিমত শল্যপ্রথায় কর্তিত অঙ্গুলি পুনঃসংযোজনে সবচেয়ে বেশি নিপুণতা ও সক্ষমতার প্রয়োজন হয়। অঙ্গুলি ছাড়া জ্ঞানচর্চার শিখরে যাওয়া সম্ভব হবে। ভেবে কি দেখেছি!

সরল ভাষায় তিনি বলেছেন, দিন-রাত্রির কর্মধারায় যে সকল আপাত-সহজ কর্ম ও প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছ, জ্ঞানের সাধনায় সেইগুলোর ওপর অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করো। জানতে চাও কী প্রক্রিয়ায়, কী রীতিতে, কী কার্য-কারণে সেসব কর্মধারা সংঘটিত হচ্ছে। অনুসন্ধিৎসা শুধু অন্তরের আন্তরিক ইচ্ছায় অগ্রসর হবে না। হবে নিয়মতান্ত্রিক নিষ্ঠায় শিক্ষার স্তরে স্তরে আরোহণ প্রয়াসে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়, প্রতিটি স্তরে আমরা জ্ঞান আহরণ করব। গবেষণা করব। জানতে চাইব। আপাত-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করার প্রয়াসে অবশেষে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। সম্মিলিত জ্ঞানের অন্বেষণ প্রয়াস হবে প্রতিটি শাখায়। ইতিহাস। দর্শন। জীব। রসায়ন। পদার্থবিদ্যা। আণবিক শক্তি। প্রতিটি বিষয়ে বিশ্বসমাজের কোনো না কোনো সদস্য অবিরল গবেষণায় রত হবে।

আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামকের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি। ফিরে ফিরে দেখি। দৃষ্টি অধীর হবে। অন্তর অবনমিত হবে। তাঁর করুণা, তাঁর বদান্যতা, তাঁর প্রসন্নতা, তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে সমভাবে প্রকাশিত। বিরাজিত তিনি বিভেদ রাখেননি জাতিভেদে, গোত্রভেদে, সংস্কৃতিভেদে বা বিশ্বাসভেদে। তাঁর নিয়ামক প্রকাশিত প্রতিটি সৃজনের কাছে সমভাবে পূর্ণ সম্যকতায়।

তবে ভেদাভেদ কোথা হতে এসেছে! কেন এসেছে! এসেছে মানবকুলের লোভ অনুসরণে ও প্রবৃত্তির অনুশীলনে। বিস্তারিত হয়েছে হিংসা-দ্বেষ সংহার প্রবণতা মহাকাল ধরে। ভেদাভেদ মানবসৃষ্ট।

বিধাতা প্রদত্ত মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের মানবিক অধিকার আমরা স্বীয় দাম্ভিকতায় অস্বীকার করেছি। দেশজ সম্পদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জীবনযাত্রায় মান ব্যাহত করেছি। না পেরেছি সামগ্রিক দারিদ্র্য নিরসনে, না পেরেছি নারীর অধিকার সংরক্ষণে, না পেরেছি সুসংগত সংহত জীবনযাপনে, না পেরেছি সামাজিক মূল্যবোধ প্রসারণে।

প্রতিটি মুষ্টিমেয় মানুষের অপরিসীম সমৃদ্ধি ও অগ্রসরতার পাশাপাশি অবস্থান করছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর তীব্র অনগ্রসরতা। আধুনিক প্রযুক্তির প্রতিটি উপকরণ সামাজিক অগ্রসরতার হাতিয়ার হয়ে সামগ্রিক দেশময় বিরাজিত অনগ্রসরতা হটিয়ে দিতে পারছে না। বিশেষত প্রত্যেকটি মুসলিম সমাজে। ভূমণ্ডলে বসবাসকারী প্রায় আট বিলিয়ন মানবকুলের মাঝে নিদেনপক্ষে দুই বিলিয়ন মানবসদস্য ইসলামের অনুসারী। কমপক্ষে ৬০টি স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা ধারণ করছে মুসলিম অধিবাসী। দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ সামাজিক অগ্রসরতার মাপকাঠিতে সেই সব দেশগুলোই সামগ্রিকভাবে অনগ্রসর।

জাতিসংঘ নির্ধারিত সামাজিক উন্নয়নের **১১**টি নিরিখের প্রায় প্রতিটিতে মুসলিম সমাজ অনগ্রসরতায় শেষ ধাপে অবস্থিত। যে বিশ্বাসের প্রথম বাণী হলো কলম ধরো, জ্ঞানে অগ্রসর হও, এগিয়ে যাও, সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসীরা কেন একবিংশ শতাব্দীতে হতদরিদ্র, নারী প্রগতিতে রুদ্ধ, স্বাস্থ্যসেবা ও পড়াশোনায় সীমিত এবং জ্ঞানচর্চায় পশ্চাৎপদ! ভাবার আছে।

৬. মানবজাতির আহরিত জ্ঞান বিশ্বজনীন।

গবেষণাকালে কতগুলো ভাবনা আমরা মনে বারবার অনুরণিত হয়েছে। বিধাতা ধরাবাসীর প্রতিটি সদস্যকে সদা আহ্বান করছেন অবিরল প্রজ্ঞা আহরণে প্রয়াসী হতে। রত হতে হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিষ্ঠ অনুশীলনের মাধ্যমে। কিন্তু আহরিত প্রজ্ঞা সীমিত নয় শুধু সেই আহ্বানকারী সমাজের জন্য। বরং সেই প্রজ্ঞার অধিকার বিশ্বজনীন। সব জ্ঞান সর্বপ্রজ্ঞা বিধাতা প্রদত্ত। বিতরিত হবে বিশ্বের প্রতিটি সমাজের প্রতি সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য।

কিন্তু কাউকে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বরং প্রতিটি অনগ্রসর সমাজের প্রতিটি সদস্যকে স্বীয় অধিকারে সচেতন হয়ে নিষ্ঠ শিক্ষা সাধনে ব্রতী হতে হবে। যদি এক সদস্য উন্নয়ন সাধন করে বিশ্বসমাজের প্রতিটি সদস্য সেই উন্নয়নে উপকৃত হবে। সমযুক্তিতে যদি একটি সদস্য উন্নয়ন ব্যাহত করে তবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি সদস্যের সচেতন হতে হবে। জানাতে হবে হিংসা-বিদ্বেষ সংহার আমার ধর্মবিশ্বাসের অপব্যাখ্যা। যেসব দেশে ইসলামের নামে মানুষ হিংসা ও সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সেসব দেশের আপাত জনগণকে জানাতে হবে ওরা বিশ্বাসের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। ওরা মূর্খ। ওরা ইসলামের প্রকৃত মর্ম বোঝে না। ওদের প্রতিহত করতে হবে। প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে। জানাতে হবে ইসলামের মূলমন্ত্র হলো মানবকুলের প্রতি সৌহার্দ্য। ব্যাপক অর্থে সকল বিশ্বাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন। আল্লাহ মানবকুলকে দিয়েছেন শ্রবণ, দৃষ্টি ও জ্ঞানময় হৃদয়। সেই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তরকে মানবসভ্যতার অনুকূল কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে।

৭. তাঁর প্রশংসিত নামগুলো।

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল শুধু একটি কারণেই। আমরা তাঁর ইবাদত করব। প্রতি দিবস-রাত্রির কার্যক্রমে। আমরা যেন তাঁকে অনুভব করি, তাঁর বিদ্যমানতা স্বীকার করি, তার করুণাধারায় সিক্ত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তাঁর মাহাত্ম্যকে ঘোষণা করি। বারবার তাঁর সব সুন্দর নাম ধ্বনিত করি। সকল সুন্দর নাম শুধু তাঁর জন্য রক্ষিত। কোরআনের চারটি আয়াতে তিনি সেই তথ্য বিদিত করেছেন।

> ৭.১৮০: আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাকে সে সকল নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তাদের বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের দেওয়া হবে।
>
> ১৭.১১০: বলো, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাকো অথবা 'রহমান' নামে, যে নামেই হোক, সকল সুন্দর নাম তো তাঁরই। প্রার্থনা করো তাঁরই কাছে। উচ্চকণ্ঠে নয়, আবার ক্ষীণ কণ্ঠে নয়। অনুসরণ করো দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ।
>
> ২০.৪: আল্লাহ তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তার সুন্দর সুন্দর নাম একমাত্র তাঁরই জন্য।
>
> ৫৯.২৪: তিনিই আল্লাহ, উদ্ভাবনকর্তা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিয়োজিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রতিটি সুন্দরতম নাম শুধু তাঁর। যখন তাঁকে সন্ধান করি, স্বীয় অন্তঃকরণে অনুভব করি, অন্তরের অন্তস্থলের প্রতিটি ছন্দে পল-অণুপলে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর সুন্দরতম নামগুলো। যেকোনো ভাষায় কথা বলি, যেকোনো সমাজে বাস করি, যেকোনো বিশ্বাসে বিশ্বাস করি, মনুষ্য হৃদয়ে গ্রথিত রয়েছে সকল সুন্দরতম নাম। শুধু বারবার মুখে স্মরণ করার জন্য নয়। বরং নিত্যদিনের কাজের মেলায় সেই সব গুণের প্রতিফলন হবে বিশ্বমানবতার বন্ধন প্রয়াসে। প্রতিটি মানবসত্তা অনুভব করছে তাঁর সুন্দরতম প্রবৃত্তি। তাঁর প্রদীপ্ত উজ্জ্বল ডাক। সে ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হতে হবে শুভ ও মঙ্গলময় কর্মের মাধ্যমে।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, পূজ্য প্রভুর গুণের সংখ্যা কত হবে? জেনেছি গণনার অতীতে তাঁর গুণসমূহ। মানবজাতির মেধার অতীতে তাঁর সব অনুপম গুণ। কিছু কিছু গুণ তিনি আমাদের জন্য বিদিত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গুণ আমাদের অবিদিত। বিদিত ও অবিদিত প্রতিটি গুণ নভোমণ্ডলে বিরাজিত হয়ে পূর্ণ রূপে প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কল্যাণে। জানা ও অজানা প্রতিটি গুণে সিক্ত হচ্ছি আমরা অনাদি অনন্তকাল হতে এবং হতে থাকবও।

প্রতিটি বিশ্বাসে সম্পৃক্ত বিশ্বাসী আল্লাহর যশোগাথা ঘোষণার বিশ্বাস রেখেছে। হৃদয়ে ধারণ করেছে তাঁর

স্তুতি। তাঁর মহিমা ঘোষণা দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রমে তাঁকে প্রসন্ন করে। সেই অনুপম প্রসন্নতা বিশ্বাসীর জীবনে ধেয়ে আনে অনাবিল পবিত্রতা ও প্রশান্তি। সে হয় সমর্পিত তাঁর কাছে।

কিছু কিছু নাম বিদিত হয়েছে মানবকুলের জন্য তাঁর প্রজ্ঞায়। প্রতিটি বিশ্বাসের নিজস্ব সংখ্যা রয়েছে। হজরত মুসার (আ.) অনুসারী ইহুদিরা ধারণা করে তাঁর বিদিত সুন্দর নাম ছিল তিন হাজারের ওপরে। কিন্তু অধিকাংশ নাম সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। নবী ঈসার (আ.) অনুসরিত বিশ্বাসী খ্রিষ্টান ধারণা করে, বাইবেলে লিপিত নামের সংখ্যা তিনশোর কাছাকাছি। প্রতিটি নাম তাঁর গুণকে প্রকাশ করে। কোরআনে বর্ণিত নামের সংখ্যা দেড়শোর মতো। এ ব্যাপারে গবেষণাবিদদের মাঝে বিভিন্ন প্রজ্ঞাময় অভিমত রয়েছে। আরবি অতি উন্নতমানের ভাষা। সেই ভাষায় বিধৃত গুণাবলি কখনো প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃত নাম হিসেবে, কখনো বিশেষণ হিসেবে, আবার কখনো যুগ্ম শব্দে কার্য-কারণীয় হয়ে। কোরআনে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তাঁর প্রতিটি গুণকে ইবাদতকারী পবিত্র চিত্তে নিষ্ঠ অনুসন্ধিতায় নিহিত অর্থ স্মরণ করবে। এবং অনুধাবন করবে কোরআন পঠনকালে এবং কোরআনের বাণী অবধারণকালে।

প্রিয় নবীর বিশ্বস্ত অনুসারীদের মাঝে একজন হলেন আবু হুরাইরাহ। তাঁর প্রতি আল্লাহর প্রসন্নতা ঝরে পড়ুক। আবু হুরাইরাহ জানিয়েছেন, প্রিয় নবী বলেছেন (তাঁর ওপর শান্তি ও করুণাধারা ঝরে পড়ুক), আল্লাহর নিত্য স্মরণের জন্য রক্ষিত রয়েছে নিরানব্বইটি প্রশংসিত নাম। ইবাদতকারী নামগুলো অবগত হবে, অধ্যয়ন করবে। এবং সেই নাম অনুযায়ী দৈনিক কার্যবিধি সম্পন্ন করবে আল্লাহর পূর্ণ প্রসন্নতা অর্জনের স্পৃহায়। অন্বেষী সদা প্রত্যাশিত থাকবে। সে স্মরণ করবে 'জান্নাতের অধিবাসীগণ সেদিন আনন্দময় হবে, আনন্দের সমস্ত উপকরণ তাদের হাতের সামনেই।'

সপ্তম শতাব্দীর অন্যতম জ্ঞানী ও শ্রদ্ধেয় হাদিস বিশেষজ্ঞ হলেন যথাক্রমে ইমাম আল বুখারি ও মুসলিম। তাঁরা দুজনেই স্বীকার করেছেন, আবু হুরাইরাহ বর্ণিত তথ্য সহিহ তথাকালের সত্যতা ধারণ করে। আল বুখারি লিখেছেন, প্রিয় নবীর অন্যতম সাহাবি আবু হুরাইরাহ (তাঁর ওপর আল্লাহ প্রসন্ন হোন) বিবৃত করেছেন যে আল্লাহর রসুল বলেছেন যে 'আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত ৯৯টি নাম। একশো নামের একটি কম। যে আবদ সেই নামগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং গুণ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।' অন্য হাদিস বিশেষজ্ঞ মুসলিম অনুরূপ মর্মে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আল্লাহর রসুল, তাঁর ওপর আল্লাহর অশেষ করুণাধারা ঝরে পড়ুক, আল্লাহর কাছে আছে নিরানব্বইটি নাম, একশতের একটি কম। যে কেউ ওই নাম শিক্ষা করবে, সে জান্নাতে যাবে।'

সাহাবি আবু হুরাইরাহর কাছ থেকে পেলাম সংখ্যা নিরানব্বই। তবু প্রশ্ন থাকে! আল্লাহর শতসহস্র অনুপম নাম হতে কোন নিরানব্বইটি নাম ফিরিস্তির মাঝে অন্তর্ভুক্ত? বিধিত হয়েছে দৈনন্দিন স্তুতি ঘোষণার জন্য? সেই ফিরিস্তি এসেছে অন্য এক সাহাবি আত তিরমিজির কাছ থেকে। প্রশংসনীয় নামের ফিরিস্তি প্রসঙ্গে আধুনিক কালের ছয়জন বিশিষ্ট গুণীর মতবাদ আমি সমীক্ষা করেছি। তাঁরা সবাই আসমাউল হুসনার ওপরে গবেষণা করেছেন। তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থ আরবি ও ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা সবাই আত তিরমিজি বর্ণিত ৯৯টি নামকে গ্রহণ করেছেন। আমিও বর্তমান গ্রন্থে সেই ৯৯টি নাম বিদিত করেছি।

তিরমিজি বিদিত ৯৯টি নামের কোনটি কতবার কোরআনে বর্ণিত হয়েছে? গবেষণাবিদ ভেলিয়ানকোদে জানতে চেয়েছেন। গবেষণাকালে ভেলিয়ানকোদে তিরমিজি লিপিত ৯৯টি নামের মাঝে ৭৩টি কোরআনে খুঁজে পেয়েছেন। এবং কতবার সেই নাম কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা-ও তিনি নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে, বাকি ২৬টি নামের মূল বাণী কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নাম হিসেবে নাম এসেছে হাদিস হতে। অন্য দিকে মিসরীয় গবেষণাবিদ আহমেদ সফর তিরমিজি বিদিত ৯৯টি নামের প্রতিটিকে খুঁজে পেয়েছেন কোরআনের আয়াতসমূহে।

সবচেয়ে বেশি বিবৃত নাম হচ্ছে আল আলিম। তিনি জ্ঞানময়। ১৫৬ বার। পরপর এসেছে আর রাহিমু, আল আজিজু, আল হাকিমু, আল গাফারু এবং আর রাহমানু। শুধু ছয়বার তিনি বিবৃত করেছেন তিনি আল কাহহার।

প্রতিটি প্রশংসিত নাম রবকে প্রকাশ করে। বিধিত করে। যেকোনো বিশ্বাসে বিশ্বাসী অনুসারী হোক না কেন, বিধাতার প্রতিটি প্রশংসিত নাম তাঁর জীবনে সমপ্রযোজ্য। তিনি রাহমানু। তাঁর করুণাধারা জাতি-গোত্র-ধর্মনির্বিশেষে বিতরিত হচ্ছে। তিনি কুদ্দুসূ। তিনি পবিত্র জাতি-গোত্র-ধর্মনির্বিশেষে যে নামেই ডাকি না কেন, তিনি শুনবেন। যে কেউ ডাকুক তাঁকে, তাঁর প্রশংসিত নামে, যেকোনো ভাষায়, তিনি সাড়া দেবেন। যে কেউ অবনত হোক তাঁর বিদিত নামের একটিকেও স্মরণ করে, তিনি বিনীতকে সাগ্রহে কাছে ডেকে নেবেন।

কোন নাম ধরে ডাকব! যে নাম মন চায়। প্রতিটি নামের মাহাত্ম্য ও গুণাগুণ সমভাবে কার্যরত ও প্রবাহিত। ইবাদতকারী যে নামে স্তুতি করে শান্তি পায়। অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয়। কখনো আঁধার হতে জ্ঞানের আলোয় প্রবেশ করতে চাইলে স্মরণ করব ইয়া আলিমু। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করলে হবে না। প্রয়াসকে প্রকাশ করতে হবে। চর্চা করতে হবে। বই-খাতা খুলতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে। দিন-রাতব্যাপী গবেষণায় রত হতে হবে। তবেই মিলবে জ্ঞানের ভাণ্ডার। শুধু বসে বসে স্তুতি করে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হলে জীবনে শুধু বিভোরতা থাকবে।

৯৯টি নামকে গুণের মাধুরী অনুসারে তিনটি আলয়ে নন্দিত করা যেতে পারে। প্রথম আলয়ে থাকছে তাঁর অনুপম মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। পরের আলয়ে থাকছে তাঁর অপরিসীম শক্তি ও পরাক্ষমতা। এবং শেষের আলয়ে থাকছে তাঁর বিশাল করুণাধারা। বিধৃত করছে তাঁর করুণার বিশাল ভাণ্ডার। উৎস থেকে ক্রমান্বয়ে অনাদি অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে ও হবেও।

শুধু মৌখিক স্তুতি করলে হবে না। প্রতিটি গুণকে অনুশীলন করতে হবে। কাজে-কর্মে প্রয়োগ করতে হবে আমাদের মাঝে। সামাজিকতা, কর্মপরিসরে, আচার-ব্যবহারে প্রকাশিত হতে হবে। হতদরিদ্রের কল্যাণের জন্য মঙ্গলজনক উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত হবে। শুধু চেয়ে নয়। বরং কাজের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষা জানাতে পারি। তিনি তাঁর অসীম উদারতায় স্বীয় জীবনে তাঁর কল্যাণ বর্ষণ করবেন।

করুণা কি চাইব শুধু স্বীয় কল্যাণের জন্য? তিনি বিশ্বমানবকুলের সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যেকের অস্তিত্বদাতা। তিনি প্রত্যেককে যথাকালে যথাসময়ে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁর রিজিক। রৌদ্রকিরণ সমভাবে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিটি আবাসে। দেখছে না সে আলোয় বসবাস করছে হিন্দু কি মুসলিম কি বৌদ্ধ কি অবিশ্বাসী।

যে জ্ঞান আহরণ করব প্রয়োগ হবে না শুধু স্বীয় বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য। হবে না শুধু স্বীয় প্রজন্মের আনুকূল্যে। করব না সংরক্ষিত স্বীয় সমাজ স্বীয় দেশ না স্বীয় সংস্কৃতির প্রাধান্যে। বরং মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে জ্ঞানের দোর উন্মুক্ত করব বিশ্বসমাজের জন্য। প্রচেষ্টা সম্মিলিত না হলেও আমরা ফলাফল সমভাবে ভাগ করে নেব। প্রতিটি বন্ধ জানালা খুলে দেব। সগর্বে আহ্বান জানাব। তাঁর অশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার হতে কিছু জ্ঞান আহরণ করেছি। এসো। তুলে নাও।

ইয়া রব। তোমার প্রেরিত প্রথম বার্তা অনুসরণে আমাদের পূর্ণ প্রবৃত্ত করো। নিয়োজিত করো। পাঠের শক্তি দাও। অধ্যয়নের ক্ষমতা দাও। জ্ঞানময় বিশ্বসমাজ গঠনে আমাদের পূর্ণ প্রয়াসী করে তোলো। আমরা অঙ্গুলি সঞ্চালন করব তাসবিহর মাধ্যমে তোমার স্তুতি স্মরণে। এবং যুগপৎ পরম আন্তরিকতায় আমাদের অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে কলমের মাধ্যমে বিশ্বময় জ্ঞানের অন্বেষণে। পনেরশো বছর আগে তোমার দেওয়া বিশ্বময় একটি জ্ঞানময় সমাজ সৃষ্টির ডাকে পূর্ণ প্রবৃত্ত হব। আর পিছিয়ে থাকব না। এগিয়ে যাব তোমার সকল বার্তা জ্ঞানময় নিরীক্ষায় বহন করে।

তোমার প্রতিটি প্রশংসিত নাম স্মরণ করার শক্তি ও ক্ষমতা আমাদের দাও। সেই নামের নিহিত মর্ম অনুশীলন করে সামগ্রিক মানবকল্যাণে প্রয়োগে নিয়োজিত হতে পারি, সেই সক্ষমতা আমাদের প্রত্যেককে দান করো তুমি। প্রার্থনা করছি কায়মনে তোমার বার্তা অন্বেষণকারী বান্দার কাছে সুলভ মূল্যে পৌঁছে দেয়ার আমাদের এই নতুন প্রয়াসকে তুমি গ্রহণ করো। আমাদের গুনাহসমূহ তুমি মাফ করো। সুম্মা আমীন।

বিনীত আবদুন্ নূর।
২১ জুন ২০২৪
বেথস্‌দা, ম্যারিল্যান্ড
যুক্তরাষ্ট্র, ২০৮১৭।

ক্যালিগ্রাফি রূপায়ণে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের কথা। গ্রাফিক শিল্পী আতিকুর রহমানকে বললেন ড. আবদুন্ নূর, তিনি আল্লাহর সুন্দরতম নামগুলো নিয়ে একটি বই লিখছেন। এই বইয়ের জন্য আরবি নামগুলোর ক্যালিগ্রাফি করা প্রয়োজন। শিল্পী সেটা করতে পারবেন কি? আতিকুর রহমান ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর উত্তর দিলেন, এটা সম্ভব বৈকি। যদিও কাজটি কীভাবে করতে হবে, তা আসলে তিনি জানতেন না। আতিকুর রহমান গ্রাফিক শিল্পী। প্রায় ৩০ বছর আগে বাংলাদেশে এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরুর পর থেকেই তিনি পেশাগতভাবে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করে আসছেন। তিনি কি করবেন এই কাজটি!

আরবি ক্যালিগ্রাফির কাজে তার কিন্তু কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। কয়েক দিন অবিরাম চিন্তা-ভাবনার পর আকস্মিকভাবে তিনি এই বিপজ্জনক অবস্থা তার স্ত্রী ইয়াসমিন নাহারের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াসমিন নাহারও একজন শিল্পী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টসের ডিগ্রি অর্জনকারী। তিনি একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চারুকলার শিক্ষিকাও। এই দম্পতি একত্রে বসে আলোচনা করলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইয়াসমিন নাহার আত্মবিশ্বাসের সাথে এই কাজটি করতে রাজি হয়ে গেলেন। আতিকুর রহমানের মতোই ক্যালিগ্রাফি-সম্পর্কিত কোনো শিল্পকর্মের পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল না তার।

আতিকুর রহমান কিছু ক্যালিগ্রাফি সংগ্রহ করলেন। সেগুলো দেখালেন ইয়াসমিনকে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে বাসার টুকিটাকি কাজ সেরে এবং ইশার নামাজ আদায় করে তিনি ও ইয়াসমিন নাহার বসে পড়তেন ক্যানভাসের সামনে। এভাবে গ্রাফিকসের প্রাথমিক কাজের পরিকল্পনা শুরু করলেন তারা। ইয়াসমিন নাহার এক টুকরো কাগজে নিজ হাতে কিছু স্কেচ আঁকলেন। উভয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। মাঝেমধ্যে মাঝরাতে কিংবা পড়ন্ত বিকেলে ইয়াসমিন নাহার স্কেচের কাজে একেবারে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। কখনো কখনো সারা রাত জেগে ভোর পর্যন্ত যুগলে স্কেচ তৈরি করতেন। প্রাথমিক স্কেচ আঁকতেই লেগে গেল প্রায় নয় মাস।

প্রশ্ন উঠল বাসায় কম্পিউটারে কীভাবে স্কেচগুলো আপলোড হবে। পেন মাউস যোগ করে কীভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয়, তার কিছু টিপস ইয়াসমিনকে শিখিয়ে দিলেন আতিকুর রহমান। আশ্চর্য! ইয়াসমিন কম্পিউটার ব্যবহারে দ্রুত দক্ষতা অর্জন করলেন। স্কেচগুলো আঁকা শেষ হলে ইয়াসমিন নাহার পেন মাউসের সাহায্যে সেগুলো কম্পিউটারে আপলোড করতে শুরু করলেন।

অবশেষে যখন ক্যালিগ্রাফিগুলোতে রং সংযোজনের সময় এল, তখন যুগলে আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। তাঁর সুন্দরতম নামগুলো রং করে কীভাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়, সে ব্যাপারে প্রার্থনা করলেন নির্দেশনা। সেই নির্দেশনা মোতাবেক যেন ক্যালিগ্রাফির কাজ সম্পন্ন করতে পারেন সে জন্যও আবেদন পেশ করলেন আল্লাহর কাছে। আলহামদুলিল্লাহ। অবশেষে এটা সম্পন্ন হলো। এর আগে গ্রাফিকসের কাজ করার যত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার চেয়ে এই সুন্দরতম নামগুলোর ক্যালিগ্রাফির কাজ সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দিয়েছে। এ জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আমরা আরবি ক্যালিগ্রাফির কাজ করতে পারব, এটা ছিল আমাদের কল্পনাতীত। মহান আল্লাহই আমাদের এই কঠিন দায়িত্ব পালনে তওফিক দিয়েছেন। তাঁর সাহায্যে কাজটি সহজ হয়ে গেছে। এই কাজে আমাদের পেশাগত ভাবনা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণ ও আমাদের সৃজনশীলতার অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। আল্লাহ আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করুন। মাফ করুন মুমিনদের, যারা তার প্রতি একান্তভাবে অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী।

বিনীত
আতিকুর রহমান ও ইয়াসমিন নাহার
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আল্লাহর ৯৯ নাম

আল্লাহর দয়ালু গুণবাচক নামগুলোর মাহাত্ম্য

শতগুণের মালায় প্রতিটি গুণাবলি স্বমাধুর্যে গ্রথিত হলেও প্রতিটি প্রশংসনীয় নাম স্বীয় উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল ও মধুর। পূজ্য প্রভুর ইচ্ছায় যাত্রা শুরু হোক প্রশংসিত নামপুঞ্জের মাহাত্ম্য অনুধাবনে।

পরবর্তী শত পাতায় এক আল্লাহ ও তাঁর ৯৯টি নামের মাহাত্ম্য হৃদয়ে অনুভব ও ধরায় চেষ্টা করেছি। প্রতিটি পাতার শীর্ষে থাকছে আরবিতে বিধৃত নাম। এবং বাংলায় সেই নামের স্বীয় অনুভূত অর্থ। যেমন ইংরেজিতে, তেমন বাংলায় প্রতিটি অনুবাদক আরবিতে বিধৃত নামের অর্থ নানাভাবে বিধৃত করেছেন। ওদের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই আমি আমার নিজস্ব অনুভূত ভাবনা দিয়েছি।

এই মর্মে আসুন অনুশীলন করি প্রশংসিত নাম আল কাইউম কীভাবে আয়াতুল কুরসিতে অনূদিত হয়েছে। (সুরা-২-বাকারাহ আয়া ২.২৫৫) অনুবাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সংক্ষেপে মোআখাঁ) চয়ন করেছেন 'স্বয়ং স্বত্ত ও বিশ্ব স্বত্তার ধারক'। অন্য দিকে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (সংক্ষেপে মুহার) লিখেছেন 'অনাদি'। মুস্তাফা জামান আব্বাসী (সংক্ষেপে মুজাআ) বলেছেন যে 'সব সত্তার ধারক'। এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (সংক্ষেপে ইফা) সর্বমোট ১৮ জন গবেষণাবিদের অনুবাদ ও সম্পাদনায় গৃহীত হয়েছে 'স্বাধিষ্ঠ-বিশ্বধাতা'। নিষ্ঠ পাঠক তার নিজস্ব অনুশীলনে অবশ্যই প্রতিটি নামের আরো গভীরতর মর্ম ও অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন। সেই ভাবনায় অনুসৃত হবেন।

পরে রয়েছে আরবি হরফে, সেই নাম বিধৃত কোরআনের একটি আয়া। স্বল্প দীর্ঘ। ভেবেছি সেই আয়া কণ্ঠস্থ করলে এবং বারবার মনে মনে স্মরণ করলে অবশ্যই মনে প্রশান্তি জাগরিত হবে পূজ্য প্রভুর প্রসন্নতায়।

পরের অংশে দেওয়া হয়েছে আল কোরআন হতে সেই নাম সম্মিলিত কয়েকটি আয়াতের বাংলায় অনুবাদ। প্রতিটি আয়ার শেষে অনুবাদকের নাম সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় আমার জানা মতে দশ কি বারো জন জ্ঞানী ব্যক্তি বাংলায় কোরআন অনুবাদ করেছেন। আমি তাঁদের মাঝে ব্যক্তিগতভাবে আকর্ষিত হয়েছি ওপরে উল্লেখিত চারটি অনুবাদে। বাংলায় কোরআন শরিফ প্রথম অনুবাদ করেন ১৮৮২ সালে ভাই গিরীশ চন্দ্র। প্রত্যেক অনুবাদকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উদ্ধৃত অসাধারণ পাঁচটি কর্মের ওপর। প্রতিটি কর্ম নিজস্ব রীতি ও বর্ণনায় বাঙ্ময় এবং আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। মহান আল্লাহ তাঁদের ওপর প্রসন্ন হোন। আয়াতের উদ্ধৃতি শুধু একটি কারণেই দিয়েছি। সেই নামের মাহাত্ম্য পূর্ণ অনুধাবন করতে হলে সেই নামের আয়াতগুলো শুধু একবার নয়, বরং বারবার পড়তে হবে। অনুধাবন করতে হবে পূর্ণ যথার্থতা আগের বিধৃত আয়ার সাথে ও পরের বিধৃত আয়ার সাথে। অনুশীলন করতে হবে সর্বাঙ্গীণ পারিপার্শ্বিকতা এবং কখন কী পরিবেশে এবং কী কারণে আয়াটি নাজিল হয়েছে। পাঠকের নিষ্ঠ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের জন্যই আয়াতের উদ্ধৃতি। অনুধাবনের দায়িত্ব পাঠকের। আত্মস্থ করার দায়িত্ব পাঠকের। তেমনি দায়িত্ব স্বীয় কার্যবিধির ছত্রচ্ছায়ায় সেই নামের মাহাত্ম্য অনুশীলন।

পরের অংশে দোয়া। দোয়া শুধু পূজ্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা নয়। শুধু প্রাপ্তির জন্য চাওয়া নয়। বরং দোয়া প্রতিটি বান্দার তার প্রভুর কাছে কথোপকথনের প্রথম পদক্ষেপ। বান্দা পূজ্য প্রভুর কাছে দোয়া ব্যক্ত করবে। কথা কইবে। প্রভুর ইচ্ছা হলে তিনি বান্দার স্বীয় অন্তরে প্রত্যুত্তর সঞ্চায়ন করবেন। সে জাগরিত হবে। সে আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান থেকে প্রত্যাশা অনুক্ষণ হৃদয়ে ধরে রাখবে। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি প্রসন্ন হবেন।

সেই স্পৃহায় আসুন শুরু হোক সম্মিলিত জ্ঞান যাচঞা।

আল্লাহ

إنني أنا الله لا إله إلا أنا

ইন্নানী আনাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা- (২০.১৪)

সূরা তাহা (ত্বাহা) ২০.১৪: নিশ্চয় আমি, হাঁ, আমিই হইতেছি আল্লাহ-যিনি ব্যতীত মা'বুদ আর কেহই নাই (মোআখাঁ)

সূরা য়ূনুস (নবীর নাম) ১০.৪: *তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটাবেন যারা বিশ্বাসী ও পুণ্যবান তাদেরকে ন্যায়বিচারের সাথে কর্মফল দেওয়ার জন্য। আর তারা অবিশ্বাস করত ব'লে অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় ও নিদারুণ শাস্তি। (মুহার)*

সূরা তাহা (ত্বাহা) ২০.১৪: *আমিই আল্লাহ্‌, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার উপাসনা করো ও আমাকে স্মরণ ক'রে নামাজ কায়েম করো। (মুহার)*

সূরা কাসাস্‌ (কিস্‌সাসমূহ) ২৮.৭০: *এবং তিনিই আল্লাহ্‌, কেহই নাই পূজনীয় প্রভু তিনি ব্যতীত; ইহকালের ও পরকালের সমস্ত কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এবং হুকুমের মালেক একমাত্র তিনিই–আর তাঁহারই পানে প্রত্যাবর্ত্তিত করা হইবে তোমাদের সকলকে। (মোআখাঁ)*

দোয়া: *ইয়া আল্লাহ*। আমাদের রব। ঘোষণা করেছ, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আল্লাহ'। নিশ্চয়তা প্রদান করেছ, 'একক আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ও যথার্থ প্রতিশ্রুতি'। তুমিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছ বারবার 'নিখিলের সব কার্যকলাপ, সব কর্ম ফিরে যায় একক আল্লাহর কাছে'। তুমি সব প্রতিশ্রুতি পালন করো। পূর্ণ করো।

ইয়া আল্লাহ। তুমি তুমিই। তোমার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ নামটি আল কোরআনে শুধু তোমার জন্যই নির্ধারিত একক অনন্য নাম। কোনো ভাষায় আল্লাহ শব্দের অনুবাদ সম্ভব নয়। সংগত নয় তোমার নামের ক্রুটিহীন দার্শনিক সংজ্ঞা দেওয়া, যা মানুষের সাধ্যাতীত। সব ভাষা সব গোত্র সব সংস্কৃতিতে তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত নিখিলে কোনো উপাস্য নেই। মনুষ্যকুলের তুমিই উপাস্য। জিনকুলের তুমিই উপাস্য। প্রতি প্রাণী প্রতি ভ্রূণের তুমিই উপাস্য। প্রতিটি গাছপালা উদ্ভিদের তুমিই উপাস্য। নিখিলের প্রতিটি সৃষ্টি তোমারই ইবাদত করে। প্রণত হয় তোমার কাছেই তোমার করুণাধারায় সিক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

তোমার সৃষ্ট মানুষ বা জিন বা ফেরেশতা কেউ তোমার একক নাম গ্রহণ করতে পারে না। অধিগ্রহণ করতে পারে না তোমার মর্যাদা, তোমার ক্ষমতা, তোমার করুণা, তোমার জ্যোতি অথবা তোমার দীপ্ত মহিমা। তুমিই অনন্য প্রদীপ্ত মহিমাময়।

ইয়া আল্লাহ। তুমি তোমার অগাধ প্রজ্ঞায় আমাদের প্রিয়তম নবীর কাছে ক্রমে ক্রমে নাজিল করেছ তোমার দর্শন ও বিধান। তোমার প্রীতি তাঁর প্রতি বারবার বর্ষিত হোক। আল কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তোমার প্রদর্শিত পথ। আল কোরআনের ২৬৯৭টি আয়াতে তুমি বয়ান করেছ, তুমিই আল্লাহ।

তোমার কথা স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। তুমিই সত্য। অনাদি অনন্তকাল ধরে থাকবে তোমার স্থিতি। তুমিই ধ্বংস করবে অবশেষে একদিন তোমার নিখিলের সৃষ্টি। আবার অনন্য এক ক্ষণে তোমারই বিচারের জন্য ফিরিয়ে আনবে সবাইকে। সেই বিচারকালে তোমার অশেষ করুণা ক্ষমাপ্রার্থী সবাইকে ঘিরে রাখবে।

ইয়া আল্লাহ। আমাদের অস্তিত্ব তোমার ইচ্ছায় তোমার নির্দেশে শুধু তোমারই কারণে তোমার প্রদর্শিত কার্যসম্পাদনে। তুমি আমাদের কাছেই আছ। তোমার স্নেহের পরশে ঘিরে রেখেছ আমাদের। তুমি কখনো আমাদের ফেলে রাখোনি একা, নিঃসঙ্গ, বিবর্জিত। এবং কখনো রেখো না। তোমার প্রদর্শিত পথে হোক শুরু আমাদের যাত্রা। সুম্মা আমিন।

০১. আর-রহমানু

তিনি পরম করুণাময়

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ

তাংঝীলুম্ মিনার্ রাহমা-নির রাহীম (৪১.২)

সূরা হ্যা-মীম-আস্‌সাজ্‌দাঃ (হামীম আস্‌সাজদা) ৪১.২ঃ করুণাময় কৃপানিধান (আল্লাহ্‌র) তরফ হইতে নাজেল করা হইল (মোআখাঁ)

সূরা ফাতিহা (ভূমিকা) ১.১-৭: *সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই, যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়, বিচারদিনের মালিক। আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে চালিত করো সঠিক পথে, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, যারা (তোমার) রোষে পতিত হয় নি, পথভ্রষ্টও হয় নি। (মুহার)*

সূরা ইস্‌রা বা বানী ইস্‌রাঈল (রাত্রি ভ্রমণ বা ইসরাঈলের বংশধর) ১৭.১১০: *বলঃ- তোমরা আল্লাহ্ বলিয়া আহ্বান কর আর রাহমান বলিয়া ডাক, যে কোনও নামে আহ্বান কর না কেন- সৎনামগুলি সমস্তই তাঁহার- আর প্রার্থনার সময় নিজের আওয়াজকে অধিক উচ্চে তুলিও না আর একেবারে ধীমাও করিও না এবং এই দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলিও। (মোআখাঁ)*

দোয়া: *ইয়া রাহমানু।* হে করুণাময়। সকল করুণার উৎস তুমি। তুমি দয়াশীল তোমার প্রতিটি সৃষ্টির ওপর। তোমার সৃষ্ট প্রতিটি আত্মা প্রতিটি জীব তোমার করুণার স্পর্শ পেয়েছে। তোমার ওপর আস্থা স্থাপন করুক বা না করুক, পৃথিবীর প্রতিটি নশ্বর সৃষ্টি তোমার অবিরল করুণাধারায় আবৃত হয়েছে। বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী উভয়েই তোমার চিরন্তন দয়ার সমপ্রাপক হয়েছে। মেঘমালার বর্ষণে বিভেদ থাকে না কে বিশ্বাসী বা কে অবিশ্বাসী। কারা পথচ্যুত সমাজ। সূর্যের কিরণ বিতরিত হয় সমস্তরে সমভাবে ভূমণ্ডলের প্রতিটি অঞ্চলে। প্রতিটি বিস্তৃত প্রান্তরে। তোমার অবিরল করুণার ধারা বঞ্চিত করে না কখনো কাউকে। আস্তিক বা নাস্তিক।

তোমার অগাধ প্রজ্ঞায় তুমি বিতরণ করছ আমাদের মাঝে তোমার অশেষ করুণা। প্রধানত দুটো ধারায়। প্রথম ধারায় উপকৃত হয় প্রতিটি মনুষ্যকুল। সেই করুণাধারা কখনো বিচার করে না তার ধর্ম, তার বিশ্বাস, তার জাতিগত সত্তা, তার গাত্রবর্ণ, তার রক্তের মিশ্রণ। সবাই সমভাবে উপকৃত হয়। প্রভাবিত হয়। কিন্তু তুমি তোমার দ্বিতীয় ধারা রক্ষিত রেখেছ সেই সব ইবাদতকারীর জন্য যারা নিয়ত তোমার করুণা আহ্বানের সাধনায় একান্তে নিয়োজিত থাকে। প্রথম ধারা তোমার প্রশংসিত নাম আর রাহমানু পরম করুণাময়ের ছত্রচ্ছায়ায় বিতরিত হয়। দ্বিতীয় ধারার ছত্রচ্ছায়ায় সম্পৃক্ত তোমার নাম আর রাহিমু। তুমিই প্রশংসিত কৃপা নিধান।

আমাদের অস্তিত্ব তোমার করুণায়। ধারিত হয়েছি রাহেমে। মাতৃগর্ভের প্রথম পলে প্রত্যেকে আবৃত হয়েছি তোমার করুণায়। মা পরম স্নেহে তাঁর দেহের উষ্ণ ধারায় লালিত করেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর গর্ভে আমরা গ্রন্থিত হয়েছি। জন্ম পেয়েছি। জন্মের পরও প্রতিটি ক্ষণ তাঁর স্নেহের সান্নিধ্যে থেকেছি। তোমার কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পল-অণুপল মা তাঁর স্নেহের প্রচ্ছায়ায় রেখেছেন। কারণ রাহেম, আমাদের জন্ম উৎস মাতৃগর্ভ, তোমার অপরিসীম করুণার ধারক।

একইভাবে জন্মের পর তোমার করুণায় রূপায়িত হয়েছে আমাদের জীবন ধারণের প্রণালি। আমরা দেখতে পারি, শুনতে পারি, কথা বলতে পারি, খাবারের স্বাদ অনুভব করতে পারি। এসব কুশলতা অজান্তে অযাচিতভাবে এসেছে আমাদের আয়ত্তে মাতৃগর্ভে তোমার করুণার ফলে। তোমার সৃষ্ট প্রতিটি প্রাণের ওপর তুমি প্রয়োগ করেছ তোমার নির্বাচিত কুশলতা। কোনো ভেদাভেদ রাখোনি। তোমার করুণা কখনো অপসৃত হবে না। মনে মনে দ্রোহী হয়ে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হলেও। অনুভব করব গহিন মনের নিহিত অন্তরে গ্রন্থিত রয়েছে তোমার করুণাধারা।

০২. আর-রহিমু

তিনি অনুগ্রাহী কৃপানিধান

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

***ওয়া ইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুল্ লা- ইলা-হা ইল্লা-
হুওয়ার রাহমা-নূর রাহীম্ (২.১৬৩)***

*সূরা বাকারা (গাভি) ২.১৬৩ঃ আর তোমাদের উপাস্য এক; তিনি
ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নেই, তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু (মুহার)*

সূরা আ'রাফ (মধ্যবর্তী স্থান) ৭.১৫৬ঃ *আর আমাদের জন্য লিখে দাও (নিশ্চিত করো) ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। আমরা তোমার কাছে ফিরে আসব। তিনি বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার অনুগ্রহ সে তো প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাই আমি তাদের জন্য তা লিখে দিই যারা সংযম পালন করে, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনগুলোয় বিশ্বাস করে।' (মুহার)*

সূরা যুমার (দলে দলে) ৩৯.৫৩ঃ *(হে রাছুল,) তুমি বল, (আল্লাহ্ বলিতেছেন):- "হে আমার বান্দাগণ- নিজেদের উপর অতিমাত্রায় অত্যাচার করিয়াছ যাহারা, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না; নিশ্চয় জানিও, পাপগুলিকে আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিবেন- সমগ্রভাবে; নিশ্চয় তিনি হইতেছেন ক্ষমা-পরায়ণ, কৃপানিধান।" (মোআখাঁ)*

দোয়াঃ *ইয়া রাহমানুর রাহিম*। তুমিই করুণাময় কৃপানিধান। তোমার রহমত আমাদের স্থিতিতে ও অস্তিত্বে নিত্য প্রবহমান। বিদ্যমান রাহমা নিয়ত আহরণে অপেক্ষারত। এবং নিয়ত আহরিত। প্রকৃতিতে নিয়ত আহরিত হচ্ছে তোমার প্রদত্ত কৃপা। দৃষ্টির অগোচরে রক্ষিত বাতাসে প্রতি পলে প্রতিক্ষণে মিশ্রিত হচ্ছে বায়বীয় নিদান অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্দিষ্ট ধারায়। আমাদের প্রয়াস ছাড়াই সৃষ্টি হচ্ছে আমাদেরই জীবন ধারণের অনুদান পবিত্র পানি। বাঁচার জন্য জীবন ধারণের জন্য। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। সৃষ্টির আদিকাল হতে তোমারই সৃষ্ট নদীনালা ভূমণ্ডলের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে। গভীর ভূতলে অবস্থিত গুপ্ত জলধারা সমৃদ্ধ হচ্ছে তোমার বর্ষিত বারিধারায়।

তোমার কৃপার কিছু অংশ তুমি প্রদান করেছ আমরা না চাইতেই। আমরা চাই বা না চাই সেই কৃপা থাকবেই। যেমন দিন-রাত্রির নিত্য ঘূর্ণন। সময়ের প্রবাহ। কিন্তু তোমার কৃপার বড় অংশ অপেক্ষারত আমাদের যুগপৎ প্রার্থনা ও প্রয়াসের জন্য। সুপেয় পানি কর্ষিত মৃত্তিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গড়বে আকাঙ্ক্ষিত ফসল ফলমূল আনাজ। শুধু আমাদের প্রয়াসের অপেক্ষায়।

তুমি প্রদান করেছ আমাদের প্রত্যেককে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা। দৃষ্টি ও দানের ক্ষমতা। আমাদের নিজস্ব মনন ও মানসিকতা। সেই সব দানের নিয়ত চর্চা আমাদের করতে হবে। যত আমরা সাধনা করব, তত আহরিত হবে আমাদের নিজস্ব অর্জন। কিন্তু আমার সেই অর্জন তুমি শুধু আমার জন্য সীমিত রাখোনি। আমার শিক্ষার চর্চায় যে জ্ঞান আহরিত হচ্ছে, সেটি শুধু আমার জন্যই সঞ্চিত ও সীমিত নয়। তোমার করুণায় সেই অর্জন সর্বজনের সব কুলের সব কালের সব প্রয়াসী মানুষের জন্য। সভ্যতার প্রতিটি ক্ষণে বিন্দু বিন্দু হয়ে অর্জিত প্রতিটি মানুষের জ্ঞান তোমারই প্রদত্ত।

বহমান জীবনের গতিধারায় আশা ও নিরাশায় আমরা দোদুল্যমান। জীবনের সঠিক পথে চলার অন্বেষণে বিচ্যুতি আমাদের ঘটে। আমরা দুর্বল। আমরা ভঙ্গুর। আমরা পথ ভুলে যাই। কখনো স্বেচ্ছায়। মনের অগোচরে পথ পিছলে পড়ে যাই মূর্খ পাপের অন্ধকার গহ্বরে। আলোর দিশা পাই না। কিন্তু তবু তোমার কৃপা আমাদের ফেলে যায় না।

তুমি নিষেধ করেছ প্রতিটি পথচ্যুত আবদকে নিরাশা যেন মনন ঘিরে না রাখে। তুমি প্রবোধ দিয়েছ। পাপ সে যত বড়ই হোক না কেন, আমরা তোমার কাছে ফিরে এলে, একাগ্রচিত্তে পরম আন্তরিকতায় ক্ষমা চাইলে, তুমি আমাদের সব পাপ মোচন করে দেবে। তুমি অনুগ্রাহী কৃপানিধান। কৃপায় কৃপা আসে। সাধিত হয়। সুম্মা আমিন।

০৩. আল-মালিকু

তিনি সকল সৃষ্টির অধিকর্তা

مَلِكِ النَّاسِ ۝

মালিকিন্না-ছ, (১১৪.২)

সূরা নাস (মানবজাতি) ১১৪.২: সমস্ত মানুষের অধিস্বামীর (মোআখাঁ)

সূরা আল 'ইমরান (ইমরানের বংশ) ৩.২৬-২৭: *বল: হে সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী আল্লাহ্! যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর তুমি ও যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব কাড়িয়া লও তুমি, এবং যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর তুমি ও যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত কর তুমি; তোমারই হস্তগত হইয়া আছে সকল মঙ্গল; নিশ্চয় তুমি হইতেছ সকল মঙ্গল; নিশ্চয় তুমি হইতেছ সকল বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান। দিনের অবসানকালে রাত্রকে উপস্থিত কর তুমি, আর রাত্রের অবসানে দিনকে উপস্থিত করিয়া দেও তুমি, এবং মৃত (জাতি) হইতে জীবন্ত (জাতি) কে আবির্ভূত কর তুমি, আর জীবন্ত হইতে মৃতকে বহিষ্কৃত কর তুমি- এবং যাহাকে ইচ্ছা বে-হিছাব উপজীবিকা দান করিতে পার তুমি। (মোআখাঁ)*

সূরা তাহা (ত্বাহা) ২০.১১৪: *অতএব, অতি মহান (সৃষ্টি-রাজ্যের) বার্হাক বাদশাহ সেই আল্লাহ্। আর (হে রাছুল!) কোরআনের অহি সম্পূর্ণভাবে নাজেল না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তাহা (আয়ত্ত করার) জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, কিন্তু বলিও-হে আমার প্রভু, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার জ্ঞানকে তুমি বর্দ্ধিত করিয়া দাও! (মোআখাঁ)*

সূরা ফুরকান (পার্থক্যকারী) ২৫.২: *যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী ; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে। (ইফা)*

দোয়া: *ইয়া মালিকুন নাস।* নিখিলের অধিপতি। সমগ্র বিশ্বভুবন তুমিই সৃষ্টি করেছ। তোমার ইচ্ছায়। তোমার অশেষ প্রজ্ঞায়। এবং তুমিই তোমার সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছ। তোমার মহিমায় রূপায়িত হচ্ছে বিশ্বভুবনের প্রতিটি দৃষ্ট কর্ম ও অদৃষ্ট কার্যকলাপ। তুমি কল্পনা করেছ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি। তুমিই সেই কল্পনাকে বিকশিত করেছ– রূপায়িত করেছ। সকল সৃষ্টির অধিকর্তা তুমি, সকল সৃষ্টির সুন্দরতম রূপায়ণকারী।

আমাদের অস্তিত্ব ইহজগতে তোমার বিধায়। আমরা প্রত্যেকে তোমার নির্দেশিত সময়ে মর্ত্যে এসেছি। এবং তোমারই নির্ধারিত সময়ে এ ধরাধাম ত্যাগ করব। পৃথিবীতে আমাদের স্থিতি ক্ষণকালের জন্য। নিখিলে অতীত বিলীন হয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে। নিখিলে ভবিষ্যৎ হয়তো তোমার ইচ্ছায় থাকবে আরো কোটি কোটি বছর। সেই দীর্ঘ সময়সীমায় আমাদের জীবনকাল ফুটন্ত পানির বুদ্‌বুদের কালের মতো।

যখন আমরা চিন্তা করি, কেন আমরা এসেছি ধরাধামে, ভেবে কোনো কূল পাই না। কেন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি? কেন এই সমাজে, এই দেশে, বা এই মহাদেশে? আবার কেন আমরা এই বংশে জন্ম পেয়েছি? অন্য বংশে কেন নয়? আমাদের পিতা-মাতাকে আমরা বেছে নিইনি। তারাও আমাদের বেছে নেননি। আমরা তাঁদের কাছে প্রদত্ত হয়েছি। তোমার আমানত হিসেবে লালিত হওয়ার জন্য। কিন্তু সেই লালনের প্রতিটি স্তর তুমিই নির্ধারণ করেছ। কিছুই আমাদের স্বীয় ইচ্ছাধীন নয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণে কিছু নেই। তুমিই বিধায়ক। তুমিই নিয়ন্ত্রক।

ইয়া মালিকু। তুমি ধারক একক। ঘন নীল আকাশে সন্তরণরত মেঘপুঞ্জ ধাবিত হয় দেশ-দেশান্তরে তোমার ইশারায়। নির্গত বারিধারা বয়ে আনে কাঙ্ক্ষিত পানি। নদ-নদীর স্রোত বৃদ্ধি করে মৃত্তিকার উর্বরতা। ফসল ফলায়। বাড়িয়ে দেয় জীবনের গতি। আবার কখনো মেঘপুঞ্জ বয়ে আনে বজ্র। চমকিত বিদ্যুতে পাই অশনিসংকেত। ধ্বংস আসন্ন। ঝঞ্ঝা হ্যারিকেন তোমারই নির্দেশে ধেয়ে আসে। হবে প্লাবন ধ্বংস ভূকম্পন। আবার সেই ঝঞ্ঝা তপ্ততা অপসারণে তৎপর হয়ে বয়ে আনে শীতল কোমল হাওয়া। দুনিয়ায় ক্ষণকালের স্থিতিকালে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব তোমার দত্ত। তুমিই বিধায়ক। তুমিই নির্ধারক। তুমিই অধিকর্তা।

০৪. আল-কুদ্দুসু

তিনি মহিম পবিত্র

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

ইউছাব্বিহু লিল্লা-হি মা-ফিছছামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদিল মালিকিল কুদ্দূছিল 'আঝিঝিল হাকীম (৬২.১)

সূরা জুমু'আঃ (জুমাবার) ৬২.১: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (ইফা)

সূরা বাকারা (গাভি) ২.৩০: *স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি', তাহারা বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন, যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।' (ইফা)*

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: *তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শরিক করে আল্লাহ্ তার থেকে পবিত্র, মহান। (মুহার)*

সূরা জুমু'আঃ (জুমাবার) ৬২.১: *আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (ইফা)*

দোয়া: *ইয়া কুদ্দুসু।* তুমিই পবিত্র। তুমিই নির্মল অকৃত্রিম নিখুঁত। তোমার প্রতিটি কৃপা তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করে। তোমারই মহিমা বিকশিত করে। তোমার কাজে কোনো খুঁত নেই। থাকতে পারে না। কোনো গ্লানি তোমাকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। পরম নিপুণতায় তুমি সৃষ্টি করেছ নিখুঁত প্রতিটি প্রাণ। নির্মল। উজ্জ্বল। প্রশান্ত।

সৃষ্টির আদিকালে সম্মিলিত ফেরেশতাদের যখন জানালে তুমি সৃষ্টি করবে এক নতুন জাতি, মনুষ্যজাতি, ওরা সাড়া দিয়ে তোমাকে সম্বোধন করল, 'হে পবিত্র'। তোমার অগাধ প্রজ্ঞায় ওদের জানালে সৃষ্ট মনুষ্যজাতিকে তুমি প্রদান করবে স্বীয় ইচ্ছাশক্তি। এই কুশলতা তুমি তোমার কোনো সৃষ্ট প্রাণীকে এর আগে প্রদান করোনি। সম্মিলিত ফেরেশতাগণ তোমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল। শুরু হলো শয়তানের বিরোধিতা। সে তোমার বিরাগভাজন হলো।

হে পবিত্র। অশেষ প্রজ্ঞায় তুমি মনুষ্যজাতিকে প্রদান করলে স্বীয় ইচ্ছাশক্তি। বিধি দিলে সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হতে হবে অকৃত্রিম। আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করব শুধু ভালো কাজের জন্য তোমার আদিষ্ট পথে তোমার নির্দিষ্ট ধারায়। যদিও আমরা সক্ষম সেই ইচ্ছাশক্তি চালিত করতে ভুল পথে। বিচ্যুতির পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে। আমার স্বীয় ইচ্ছাকে আমি আমার স্বীয় চিন্তায় ধারণ করতে পারি। গঠন করতে পারি। আহরণ করতে পারি। সেই অনন্য অসাধারণ ক্ষমতা তুমি আমাদের সবাইকে দিয়েছ। তুমিই ধন্যবাদার্হ।

হে পবিত্র মহানিখিলের স্রষ্টা। মহানিখিল থেমে নেই। প্রতি মুহূর্তে বৃহৎ হতে বৃহত্তর হচ্ছে। অথচ কী করে কীভাবে তুমি বিশাল নীহারিকায় আবৃত আদি নিখিল সৃষ্টি করেছ, সেটা আজো আমাদের বোধগম্য নয়। এখনো সেই জ্ঞান রেখেছ মনুষ্যকুলের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রজ্ঞার পরিধির বাইরে। সময়ের গতিপথে কোনো এক মুগ্ধ ক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি সেই যাচিত জ্ঞান মনুষ্যজাতিকে প্রদান করবে। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলেমিশে সম্মিলিতভাবে আমাদের জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। শিখতে হবে, জানতে হবে। গবেষণা করতে হবে। তুমিই নির্দেশ দিয়েছ আমরা যেন জ্ঞানের অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়ি ধরিত্রীর প্রতিটি অঞ্চলে। ভ্রমণ করি। পর্যালোচনা করি। পর্যবেক্ষণ করি। জ্ঞান অর্জন করি। জ্ঞানের পরিধি বর্ধিত করি। জ্ঞান অর্জনে আমাদের প্রত্যেকের স্বকীয় প্রয়াস হবে মুক্ত মনে। সত্য সন্ধানে সাধনার স্পৃহায়। ত্যাগ ও তিতিক্ষাময় অনুসন্ধিৎসায়।

হে পবিত্র। প্রার্থনা করছি আমাদের প্রতিটি ইচ্ছা যেন তোমার ইচ্ছাকেই বিম্বিত করতে পারে।

০৫. আস-সালামু

তিনি প্রশান্তির উৎস

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

কুলিল্‌হামদু লিল্লা-হি ওয়া ছালা-মুন 'আলা- 'ইবাদিহিল্লাযী নাসতাফা- (২৭.৫৯)

সূরা নাম্‌ল (পিপীলিকা) ২৭.৯: বলো, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই! আর শান্তি তাঁর মনোনীত দাসদের ওপর' (মুহার)

সূরা মায়িদা (খাদ্য ভরা পাত্র) ৫.১৫-১৬: *হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিতে চায়, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (ইফা)*

সূরা আন্‌ফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ৮.৬১: *আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সব দেখেন, সব জানেন। (মুহার)*

সূরা আহ্‌যাব (দলসমূহ) ৩৩.৪৪: *যেদিন তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করিবে, সেদিন তাহাদের প্রতি অভিবাদন হইবে 'সালাম'। তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম প্রতিদান। (ইফা)*

দোয়া: *ইয়া সালামু।* তোমার কাছেই আমাদের মুক্তি। আমাদের মোক্ষ। তুমিই প্রশান্ত। তোমার উৎস থেকেই জাগরিত হয় আমাদের হৃদয়ে শান্তি। তৃপ্তি ও আনন্দ। অবগাহন করতে পারি নির্মল প্রস্রবণে। প্রবাহিত ঝরনাধারায়। ছলকে ওঠা নদীর স্রোতে। তোমার প্রশান্তি জড়িয়ে দেবে আমাদের ইহজীবনে নিবিড় শান্তি। আখেরাতে তোমার প্রশান্তির আহ্বান পেতে উন্মুখ হব আমরা। পাব তোমার যথার্থ বিচার। নির্ধারিত হবে আমাদের স্থায়ী আবাস। হে শান্তিদাতা। তোমার সান্ত্বনা যেন প্রক্ষেপিত হয় আমাদের ওপরে।

ফেরেশতারা এল তোমার নির্দেশে অগ্রপিতা হজরত ইব্রাহিম ও অগ্রমাতা হাজেরার কাছে। শুভ বার্তা নিয়ে। তুমি তাঁদের দান করেছ পুত্রসন্তান– হজরত ইসমাইল। তোমার শান্তিবাহক হয়ে ওরা তাঁদের অভিবাদন জানাল। সেই থেকে তোমার নির্দেশে আমরা বাহক হয়েছি সেই অমোঘ ইচ্ছার। প্রতিদিন আমরা একে অন্যকে সম্বোধন করি– 'আসসালামু আলাইকুম'। 'তোমার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক'। ওটা সংবর্ধনা নয়। ওটা আমাদের হৃদয়নিংড়ানো প্রার্থনা। প্রতিটি মানুষের জন্য।

আমাদের আবেগজড়িত প্রার্থনা প্রতিদিন ধরে রেখেছি তোমারই প্রিয়তম নবীর জন্য। প্রতিটি সালাতের পর আমরা তোমার কাছে আর্জি জানাই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। আল্লাহর আশীর্বাদ তাঁর প্রতি ঝরে পড়ুক। এবং তাঁকে শান্তি দিক। তোমার রসুল আমাদের শিখিয়েছেন যদি আমরা একবার তাঁর জন্য শান্তি প্রার্থনা করি, তবে তোমার উজ্জ্বল প্রসন্নতায় দশবার আমাদের ওপর তোমার শান্তি বর্ষিত হবে। আমরা সেই আশা আমৃত্যু ধরে রাখব।

ইয়া সালামু। সেই বিচারদিনে যাঁরা তোমার প্রসন্নতা অর্জন করতে পারবে, ফেরেশতারা তাদের আহ্বান জানাবে তোমার প্রেরিত শান্তির বার্তা নিয়ে। ইয়া সালামু। প্রার্থনা করি আমাদের ইহজীবনের প্রতিটি কর্মধারা যেন তোমার প্রসন্নতা অর্জন করে। যেন সেই কর্মধারা আমাদের জন্য শান্তির বার্তা বয়ে আনে সেই বিচারদিনে।

ইয়া সালামু। সেই মহা উপলব্ধির মুহূর্তে তুমিই উন্মুক্ত করবে তোমার অশেষ করুণাধারা। তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো। তুমি সত্য বিচারক। ইহকালের প্রতিটি আত্মার কার্যক্রম তুমি পর্যবেক্ষণ করেছ। কখনো কোনো মুগ্ধ ক্ষণে যদি পূর্ণ আগ্রহে দীপ্ত চিত্তে তোমার একক এককতায় একাগ্র চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকি সেই মহাক্ষণে সেই প্রচেষ্টা স্বীকৃত হবে, তোমার করুণাময় প্রশান্তির ফল্গুধারায়। সুম্মা আমিন।

০৬. আল-মুমিনু

তিনি বিশ্বাস প্রদানকারী

السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ

ছালা-মুল মু'মিনু (৫৯.২৩)

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক (ইফা)

সূরা আল 'ইমরাান (ইমরানের বংশ) ৩.১৬০: *আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদের ওপর জয়ী হবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আর বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌রই ওপর নির্ভর করা উচিত। (মুহার)*

সূরা আন'আাম (গবাদিপশু) ৬.৮১-৮২: *তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরিক কর আমি তাকে কেমন করে ভয় করব? যার বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোনো সনদ দেননি তাকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরিক করতে ভয় কর না? সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বলো দুই দলের মধ্যে নিরাপত্তা কোন দলের প্রাপ্য। যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের বিশ্বাসকে সীমালঙ্ঘন করে কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (মুহার)*

সূরা আহ্‌কাফ (প্রাচীন শহর) ৪৬.১৩: *যারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্', ও এ-বিশ্বাসে যারা অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (মুহার)*

দোয়া: *ইয়া মুমিনু*। তুমি দীক্ষা দাও আমাদের ঈমান। তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে তোমার কাছ থেকেই জাগরিত হয়। আমরা যখন একাগ্রচিত্তে, সততা ও বিনম্রতায় তোমার কাছে সত্য ঈমান প্রার্থনা করি, তোমার মহিমায় আমাদের কম্পিত হৃদয়ে গ্রথিত হয় বিশ্বাসের দৃঢ় স্তম্ভ। আমরা জীবনের দিশা খুঁজে পাই। আমরা অনুভব করি তুমি সঙ্গে আছ। কাছে আছ। আমাদের তুমি রক্ষা করবে প্রতিটি আসন্ন বিপদ থেকে। তোমার ভালোবাসা, তোমার করুণা, তোমার ঔদার্য, তোমার ক্ষমাশীলতা আমাদের সুরক্ষাবেষ্টনী।

আমাদের সুপ্ত ঈমানকে তুমিই জাগিয়ে দাও। আমাদের প্ররোচিত মন যখন যে ক্ষণে মন্দ কাজে উদ্যত হয়, তখনই তোমার প্রদত্ত ঘুমন্ত বিশ্বাসের শিখা দপ করে জ্বলে ওঠে। মনের গভীরে। সতর্ক করে। বাধা দেয়। বারবার নিষেধ করে। সঠিক পথ প্রদর্শন করে। তবু নিতান্ত অবোধ না হলে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পাই। বুঝতে পারি তুমি কাছেই আছ। এবং কাছেই থাকবে।

প্রতিক্ষণে তুমি আমাদের নিরাপত্তা পর্যালোচনা করছ। আমরা কোথাও একা নই। যে পথেই চলি না কেন তোমার তির্যক নিরাপত্তা বিধান আমাদের অনুসরণ করছে। উপলব্ধি করি তুমি কাছেই আছ। আমাদের দুরুদুরু বক্ষের ভীত কম্পন ধীরে ধীরে অপসৃত হয়। ভীতি পরিবর্তিত হয় শান্তি ও প্রশান্তির প্রচ্ছায়ায়, তোমার অশেষ করুণায়।

তুমি নিশ্চয়তা দিয়েছ অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রতিটি ক্ষমাপ্রার্থনা শ্রবণ করবে। তুমি ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমাশীল। তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করবে। আমাদের আত্মার ওপর আমাদের নিপীড়ন তুমি সংবরণ করবে। সেই পাপ যতই ছোট বা বড় হোক না কেন সেই পাপ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংঘটিত হোক না কেন। কিন্তু শর্ত একটিই। আমাদের ক্ষমাপ্রার্থনা হতে হবে বিশুদ্ধ চিত্তে হৃদয়নিংড়ানো অনুতপ্ততায়।

তুমি অন্তর্যামী। তুমি প্রাজ্ঞ। কম্পিত হৃদয়ের স্পন্দনে ধ্বনিত হবে বিশুদ্ধ চিত্তের মৌন উজ্জ্বল শপথ। সেই পাপের পথে আর ফিরে যাব না আমি। আমি বিশ্বাসী। তুমি আমাদের ভালো কাজ নিরিখ করো। এবং যথাযথ পুরস্কৃত করো। তুমি আমাদের মন্দ কাজ হিসাব করো। আমাদের প্রতিটি বিচ্যুতির জন্য তুমি আমাদের শাস্তি বিধান করো। কিছু ইহজগতে হবে, কিছু হবে আখেরাতে। কিন্তু তোমার বিচার যথার্থ এবং পরিমিত!

ইয়া মুমিনু। বিশ্বময় তুমি বিশ্বাসের উৎস। তুমিই জ্ঞান আনয়নকারী। তুমিই এক ও অনন্য।

০৭. আল-মুহাইমিনু

তিনি পরিত্রাণদাতা

المؤمن المهيمن

মু'মিনুল মুহাইমিনু (৫৯.২৩)

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: অভয়দাতা রক্ষক (গিরিশ)

সূরা মায়িদা (দস্তরখান) ৫.৪৮: *আর এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার ওপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুসারে তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো ও যে-সত্য তোমার কাছে এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরি'আত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তা করেন নি)। তাই সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমরা সকলে ফিরে যাবে। তারপর তোমরা যে-বিষয়ে মতভেদ করেছিলে সে-সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। (মুহার)*

দোয়া: *ইয়া মুহাইমিনু।* তুমি তোমার প্রতিটি সৃষ্টির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখো। অনাগত প্রতিটি ঘটনা তুমি অবগত। তোমার অশেষ করুণায় আমরা অবহিত হওয়ার আগেই দুর্বিপাক হতে তুমি আমাদের রক্ষা করো। বিপদ হতে পরিত্রাণ দান করো চাওয়ার আগেই। উপলব্ধির আগেই তুমি আমাদের ভীতি দূরীভূত করো। প্রতিটি মন্দ কাজে প্রলুব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাবধানবাণী আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়। তুমি রক্ষা করো। তুমিই রক্ষক।

ইয়া মুহাইমিনু। তুমিই নিরাপদ সৃষ্টিকারী। নিরাপদে থাকার প্রবণতা সৃষ্টি করেছ তোমার প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণীর মননে। ভয়ার্ত পক্ষীকুল শাবককে জড়িয়ে রাখে পাখা দিয়ে ঝঞ্ঝাময় শীতল বায়ু থেকে তোমারই প্রদত্ত স্নেহ ও ভালোবাসার উৎসে। প্রবল বারিবর্ষণ অথবা প্রখর রৌদ্রকিরণের তাপ থেকে। যতই বিপদ হোক না কেন, প্রত্যেক মা তাঁর সন্তানকে রক্ষা করেন জীবন দিয়ে। মায়ের হৃদয়ে অগ্রাধিকার সন্তানের জীবন রক্ষা।

পিতাও সম্পৃক্ত সন্তানের নিরাপত্তা রক্ষায়, তোমার নির্দেশে। হোক সে পিতা মানবজাতি বা উড়ন্ত পাখি বা হিংস্র বন্য প্রাণী। পিতা দিন-রাত্রি আহরণ করে খাবার তার সন্তান ও স্ত্রীর জন্য। যুগপৎভাবে তোমার সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়। পরিণতি পায় অবশেষে। বড় হওয়ার প্রতিটি পলে প্রতিটি ক্ষণে তুমিই ধারণা দাও, গতি দাও সন্তানের ক্রমবৃদ্ধিতে।

কোরআন উম্মুল কিতাব। তুমিই প্রদান করেছ মানবকুলের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য। এই কিতাবের বাণী সমর্থন করে মানবজাতির প্রতি তোমারই প্রেরিত পূর্ববর্তী কিতাব– জাবুর। ইঞ্জিল। তোরাহ। যার অধিকাংশ সত্যবাণী আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আগামী দিনের জ্ঞানশীল মানবজাতির জন্য উম্মুল কিতাব উপস্থাপন করেছে উজ্জ্বল প্রাঞ্জলতায় তোমার নির্মল বাণী। আমরা তোমার দাসকুল। আমরা পূর্ণভাবে সমর্পণে প্রয়াসে রয়েছি তোমার কাছে। তুমি সাহায্য করো। পথ দেখাও। পরিত্রাণ দাও।

হে পরিত্রাণ দাতা। ইহকালে তোমার মহিমাময় ক্ষমাশীলতা বারবার আমাদের স্পর্শ করেছে, নির্মল করেছে। তবু আমরা পথচ্যুত হয়েছি। পরলোকে প্রতিটি প্রণত হৃদয়ে কম্পিত যাচঞায় শুধু একটি প্রার্থনা। বিরত হয়ো না তুমি তোমার ক্ষমাশীলতায়। তোমার বিরাগভাজন হলেও শেষবারের জন্য তুমি ক্ষমা করো। আমাদের প্রত্যেককে অনাদি অনন্তকালের শান্তিময় জীবন প্রদান করো। পরিত্রাণ করো।

হে মুহাইমিনু। তুমি আমাদের গঠন করো পূর্ণ সমর্পিত। কথা দিয়েছ সমর্পিতের জন্য রক্ষা করবে তোমার উম্মুল কিতাব।

০৮. আল-আজিজু

তিনি মহা পরাক্রমশালী

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

ইন্না রাব্বাকা হুওয়াল কাবিইয়ুল 'আঝীঝ (১১.৬৬)

সূরা হূদ (নবীর নাম) ১১.৬৬: তোমার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী (মুহার)

সূরা নিসাা (নারী) ৪.১৫৭-১৫৮: *আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মার্‌ইয়ামতনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই ; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই; বরং আল্লাহ্‌ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (ইফা)*

সূরা ফাত্‌হ (বিজয়) ৪৮.৭: *আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (ইফা)*

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.১: *আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁরই পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। (মুহার)*

সূরা সাফ্‌ফ (সারি) ৬১.১: *আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (ইফা)*

দোয়া: *ইয়া আজিজু।* মহাপরাক্রান্ত তুমি। সম্পূর্ণ সম্মান তোমার অধিকারে। সার্বভৌম শক্তির তুমিই পূর্ণ ধারক। তুমি অজেয়। সর্বমনে সর্বস্থানে তুমি জয়ী। কখনো কোনো পলে বা পদে তুমি পরাজিত নও। এবং হবেও না।

ইয়া আজিজু। তুমি সমুন্নত তোমার ক্ষমতার মহিমায়, তোমার শক্তির দীপ্ততায়। তুমিই মহামহিম। স্বর্গে ও মর্ত্যে তুমি সৃষ্টি করেছ তোমার মহিমার নিদর্শন। ওদের স্তব ও স্তুতি শুধু তোমারই উদ্দেশে।

ইয়া আজিজু। তুমি আছ, যদিও তুমি অদৃষ্ট। তোমাকে কেউ দেখতে পারে না। তুমি নিয়ন্ত্রণ করছ নিখিলের প্রতিটি কর্ম নিপুণ দক্ষতায়। তোমারই নির্বাচিত রসুল ও বার্তাবাহকের মাধ্যমে তুমি তোমার বার্তা পাঠাও আমাদের কাছে। ওরা আমাদেরই একজন।

তুমি সৃষ্টি করেছ আমাদের জীবন ও মৃত্যুর পরিক্রমা। প্রতিটি স্তরে তুমিই পরিমাপ করবে কে স্বীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে তোমার সবচেয়ে বেশি অনুগত। আমাদের মৃত্যু আমাদের শেষ স্তর নয়। বরং আগামী জীবনে অতিক্রমের একটি সিঁড়ি।

হে মহামহিম। তোমার বান্দার তুমি বিশ্বস্ত বন্ধু। অকৃত্রিম সহায়ক। পথ চলার পিচ্ছিল পথে প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে তুমি তোমার বান্দার পাশে পাশেই থাকো। রক্ষা করো। যথার্থ বিশ্বাসী বান্দার প্রতি অবধারিত হবে তোমার সত্য প্রদর্শন।

হে ধারক। তুমি আছ। আমাদের পরিমিত চিন্তার ঊর্ধ্বে তুমি নিজেকে ধারণ করেছ। ধারিত আমরা নিয়ত উপলব্ধি করছি তোমার অনুগ্রহ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে। আমাদের প্রতিটি যাত্রা সমাপনে তুমিই করেছ আমাদের ঋণী। ঋদ্ধ আমাদের নিত্য ইচ্ছার প্রকাশে তোমার মহাপরাক্রান্ততা।

তুমি রইবে অনন্য। তোমার সৃষ্টির কারো সঙ্গে তোমাকে সমকক্ষ করা যায় না। তুলনা করা যায় না। এবং করবও না। কোনো অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। কোনো শারীরিক স্পৃহা তোমার সত্তায় জাগরিত হয় না। কোনো মানবিক গুণ ও কার্যাবলির সঙ্গে তোমার অপার মহিমার তুলনা চলে না। চলতে পারেও না। যদিও প্রতিটি মানবের মানবিক মহিমার দীপ্তি তোমার কাছ হতেই প্রাপ্ত। তোমার অতীব মহিমা শুধু তোমারই মহিমা।

বিনত হৃদয়ে আমরা স্বীকার করছি, আমাদের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে তোমার পরাক্রমশীল মহিমা। সুম্মা আমিন।

০৯. আল-জাব্বারু

তিনি প্রবল নিয়ন্ত্রক

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

'আযীযুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বিরু' (৫৯.২৩)

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত (ইফা)

সূরা ইব্রাহীম (ইব্রাহীম) ১৪.১৫: *উহারা বিজয় কামনা করিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থমনোরথ হইল। (ইফা)*

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: *তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শরিক করে আল্লাহ্ তার থেকে পবিত্র, মহান। (মুহার)*

দোয়া: *ইয়া জাব্বারু।* তুমিই প্রবল। তুমিই সার্বভৌম। তুমিই নিয়ন্তা। তোমার ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গতিপথ। আমাদের প্রাপ্যতা। প্রবল ক্ষমতায় তোমার প্রতিটি ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ সাধিত হয়। তুমি তোমার আবদকে যেকোনো পথে যখন ইচ্ছা পরিচালিত করতে পারো। তুমি তোমার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি দিন ও প্রতি রাত্রির কার্যক্রম নির্ধারণে সক্ষম।

তুমি ভগ্নহৃদয় সুস্থ করো। তুমি দংশিত মন নির্মল করো। তুমি দুর্বলকে শক্তি দাও। তুমি অক্ষমকে সক্ষম করো। তোমার সহায়তা যারা প্রার্থনা করে, তুমি তাদের সহায়ক হও। তুমি আশ্রয় দাও। সাশ্রয় করো। তুমি অসফল প্রার্থীকে সফলতার দোর খুলে দাও।

ইয়া জাব্বারু। তুমি শক্তিমান। বিশ্বচরাচর তোমার নিয়ন্ত্রণে। শুধু আমাদের নয়। আমাদের জ্ঞানের অগোচরেও শতসহস্র নিখিল নীহারিকা তারকারাজি তুমি সৃষ্টি করেছ। সেগুলোর নিখুঁত পরিক্রম পলে পলে তোমার প্রবল সক্ষমতার পরিচায়ক।

তোমার ইচ্ছার ব্যত্যয় হয় না। হতেও পারে না। হবেও না। প্রতি উষায় পূর্ব গগনে উদিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত সূর্য নিতে পারে না। বায়ুর ইচ্ছাশক্তি নেই প্রবাহিত না হওয়ার। সমুদ্রের ক্ষমতা নেই উত্তাল তরঙ্গমালার প্রবাহ রুদ্ধ করার। তুমিই সিদ্ধান্ত নাও। আজকের জন্য। আগামীকালের জন্য। অনাদি অনন্তকালের জন্য প্রকৃতির প্রতিটি অনুদান তোমারই নির্দেশ মেনে চলে। নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইয়া জাব্বারু। আমরা ধন্য তুমি তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ আমাদের প্রদান করেছ। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত স্বীয় ইচ্ছাশক্তি রয়েছে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে। আমরা মুক্ত আমাদের স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে। আমরা ইচ্ছা করলে তোমার নির্দেশ মেনে পৃথিবী ভ্রমণ করে সৃষ্টির মাধুর্য অবলোকন করতে পারি। পর্যালোচনা করতে পারি তোমার সৃষ্ট নীহারিকা। চর্চা করতে পারি সভ্যতার সমাজের মানুষের। জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারি। পরিবেশ সমুন্নত রাখতে পারি। অথবা নিষ্কর্মা ঘরে বসে থাকতে পারি। আমাদের ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্তা আমরাই। এবং সেই ইচ্ছাশক্তির যথার্থ প্রয়োগ বা অপ্রয়োগের ফল সাধন আমাদের নিজস্ব।

প্রবল তুমি। ব্যত্যয় সাধন তুমিই করবে শুধু তোমার ইচ্ছা হলে। হতাশাগ্রস্তের অন্তরে আশার সঞ্চার হবে। তোমার ওপর তীব্র আস্থা রাখলে সে আস্থা ক্রমে সঞ্চারিত হবে। দুর্বল শক্তিমান হবে। পরাজিত বিজয়ী হবে। ক্লিষ্ট সন্তোষ পাবে। প্রতিটি সৃষ্টির আধারে তুমিই প্রবল। ব্যত্যয়ী তুমিই।

১০. আল-মুতাকাব্বিরু

তিনি অতীব মহিমান্বিত

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

'আযীযুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বিরু' (৫৯.২৩)

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। (মুহার)

সূরা হা-মীম-আস্‌সাজ্‌দাঃ (হামীম আস্‌সাজদা) ৪০.৬৪: *আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিযিক: তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসূহের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান! (ইফা)*

সূরা জাছিয়াঃ (নতজানু) ৪৫.৩৭: *আকাশ ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই। আর তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। (মুহার)*

সূরা হাশ্‌র (সমাবেশ) ৫৯.২৩: *তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান। (ইফা)*

দোয়া: *ইয়া মুতাকাব্বিরু।* তুমিই মহিমাময় মহান। পূর্ণ সমুন্নতা তোমার অধিকারে, তোমার আয়ত্তে, তোমার পক্ষে ও নিয়ন্ত্রণে। উপস্থাপিত তোমার মঙ্গলময় ঔদার্য। সবার ওপরে যদিও তুমি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। আমরা প্রতিজন তোমার দৃষ্টির গোচরে নিত্য মুহূর্তে। তুমি আমাদের অতি নিকটে অতি কাছে। আমাদের কম্পমান হৃৎপিণ্ডের কম্পন তুমি অনুভব করো। আমাদের হৃদয়সিঞ্চিত মৌন প্রার্থনা তুমি শুনতে পাও। তোমার দয়া আমাদের স্পর্শ করে।

তুমি প্রদান করেছ প্রত্যেককে নিজ নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। নির্দেশিত করেছ পারস্পরিক ক্ষমতা। নির্ণয় করেছ নিজ নিজ ঐশ্বর্য। নির্ধারিত করেছ সমাজে স্বকীয় আধিপত্য, শৌর্য ও বিজ্ঞ। তোমার অশেষ প্রজ্ঞায় তুমি নিরুপম করেছ প্রতিটি সমাজের স্বকীয় প্রাপ্য।

শোনার ক্ষমতা তুমি দান করেছ। রেখেছ স্মৃতিতে ধরে রাখার কুশল। এঁকেছ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ। বিন্যাস করেছ আচার, ব্যবহার ও প্রকৃতি। তোমারই ইচ্ছায় গ্রথিত হয়েছে অন্তরঙ্গতার স্পৃহা আমাদের কোমল হৃদয়ে। আন্তরিকতার নিজস্ব দীপ্তি। রূপায়িত হয়েছে নিজস্ব অধিকারের বলয়। প্রতিষ্ঠা করেছ বুদ্ধিমত্তা বিকাশের অপরিসীম দায়িত্ব। আহরিত বলয়ে নিহিত করেছ নিষ্ঠ বিবেচনা ও ন্যায়-অন্যায় ধার্য করার ইচ্ছাশক্তি।

তোমারই গুণাবলির সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছ মানবমণ্ডলী। তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তোমার নিয়তদানে আমরা ইহকালে চিরঋণী থাকব। সেই ঋণের পরিধি আত্মস্থ করতে আমরা দ্বিধা করি অবগত হয়েও। সময় নিই, অপেক্ষা করি। কিন্তু বিলম্বিত হলেও যখন তোমার অপরিশোধ্য ঋণের ভার যথার্থ উপলব্ধি করি তখন আকুল হৃদয়ে তোমার সাধনায় বসি। প্রার্থনা জানাই। শেষ রাত্রির সিজদায় নিয়োজিত হই। সওম করি। রোজা রাখি। তোমার সৃষ্ট সমাজের প্রতিটি প্রাণিকুলের কল্যাণে নিয়োজিত হতে উদ্যোগী হই। পরস্পরকে উৎসাহ দিই। হয়তো আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আহরিত তোমার প্রসন্নতা আমাদের যূথবদ্ধ ঋণ লাঘব করবে। ঋণ পূর্ণ মোচন হবে। তোমার কওম হয়ে তোমার প্রসন্নতা কামনা করি জামাতে দাঁড়িয়ে।

ইয়া মুতাকাব্বিরু। অথর্ব করে রেখো না। পরিচালনা করো। আমাদের দৈনন্দিন প্রতিটি কর্মে আমরা যেন তোমার মহিমা প্রতিফলিত করতে পারি। নাফস যেন আমাদের দর্পিত করে না তোলে। মুছে দাও আমাদের মূর্খ দর্প। দূরীভূত করো অন্তরে গ্রথিত আত্মগরিমা। পরাভূত হোক নাফস। পূর্ণ বিন্যাস করো অবশিষ্ট ইহজীবন। তোমার স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যাওয়ার প্রয়াসে সমর্পিত হোক নাফস। সুম্মা আমিন।

১১. আল-খালিকু

তিনি প্রজ্ঞাময় সৃজনকর্তা

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝

ইন্না রাব্বাকা হুওয়াল্ খাল্লা-কুল্ 'আলীম্ (১৫.৮৬)

সূরা হিজ্‌র (স্থানের নাম) ১৫:৮৬: নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (ইফা)

সূরা আল 'ইমরান (ইমরানের বংশধর) ৩:১৯০-১৯১: *নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য। যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর। (ইফা)*

সূরা য়াসীন (ইয়াসীন) ৩৬:৮১: *যিনি নিজের ক্ষমতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (মুহার)*

দোয়াঃ *ইয়া খালিক।* হে মহান স্রষ্টা। সৃজিত আমরা রয়েছি তোমার অপরিসীম জ্ঞানের পরিচ্ছায়ায়। শূন্য হতে তুমি আনয়ন করেছ আমাদের অস্তিত্ব। সৃজন করেছ তোমার ইচ্ছায়, শুধু প্রজ্ঞার বলে। সৃষ্ট প্রতিটি পদার্থ নিখুঁত। প্রতিটি বস্তু নিপুণ। প্রদান করেছ প্রতিটি সৃষ্টিকে তোমার অপরিসীম জ্ঞানের প্রচ্ছায়ায় নিজস্ব দক্ষতা। প্রতিটি বস্তু সৃজনের প্রতিটি স্তর তুমি অবহিত। বিকাশের প্রতিটি ক্রমধারা এবং অন্তর্বিন্যাস তুমি জ্ঞাত। ক্রমবিকাশের কোন ক্ষণে ও কোন স্তরে তোমার সৃজন অস্তিত্ব প্রাপ্ত হবে, তুমিই সিদ্ধান্ত দাও।

তুমিই আমাদের প্রকাশ করেছ ধরার বুকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কোথায় কোন অস্তিত্ব ছিল আমাদের– আমরা কেউ কখনো জানতে পারিনি। জন্মক্ষণেও উপলব্ধি করিনি কেন আমরা প্রত্যেকে সৃষ্ট হয়েছি আমাদের অনন্য মাতৃগর্ভে। তোমার প্রজ্ঞায় রূপ পেয়েছে ক্রমে প্রতিটি প্রাণীর স্বকীয় অস্তিত্ব। ক্রমে আমাদের প্রত্যেকের জীবনাদর্শ তুমি নির্ধারিত করেছ। দেহে নিহিত রেখেছ আমাদের বুদ্ধিমত্তা, বিচার-বিবেচনা ও প্রজ্ঞার বিন্যাস। ক্রম উপলব্ধির জন্য সুপ্ত রেখেছ আমাদের আগামী কর্মধারা।

আমাদের সৃষ্টি তোমার নিছক খেলা নয়। অনর্থক নয়। অযৌক্তিক পরিবেশে নয়। আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বে তোমার নির্দেশিত দায়িত্ব গ্রথিত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমাজের প্রগতি সাধনে দায়িত্ববদ্ধ। ধারণ করতে হবে ধরণিতে অবস্থানের সীমিত সময়সীমায়। সেই নিজস্ব দায়িত্বভার পালনের বিধি ও ধারা আমাদেরই অর্জন করতে হবে প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে।

প্রতিটি প্রাণী তোমার প্রতি দায়বদ্ধ। কারো সৃষ্টি অকারণে হয়নি। নিখিলের কোনো সৃষ্টিই অর্থহীন দায়ভারহীন কারণে অস্তিত্ব পায়নি। ঝঞ্ঝাবাহী বায়ু, বারিধারা, সূর্য ও তার কিরণ, চন্দ্র ও তার রশ্মিমালা, জলবায়ু এবং তার ক্রমবিবর্তন, অগাধ মহাসাগরের প্রবল স্রোত– মহানিখিলের পরিমণ্ডলে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে। স্খলন নেই। বিচ্যুতি নেই। পল-অণুপলের জন্য থেমে থাকা নেই। নিখিলের সৃষ্ট প্রতিটি পদার্থের নিজস্ব কার্যকারিতা রয়েছে। রয়েছে নিজ নিজ প্রয়োগভঙ্গি। কিন্তু কার্যক্রমের প্রথা ও পথ ভিন্নতর হলেও উদ্দেশ্যে কিন্তু একটিই। ভূমণ্ডলে সৃষ্ট প্রাণিকুলের জীবনধারণে গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

হে সৃজনকর্তা। আমাদের সৃজনে তোমার কোনো প্রয়োজন নিহিত ছিল না। তুমি তুমিই ছিলে। আমাদের সৃজনে তুমি উপকৃত হওনি। তোমার কোনো বিশেষ প্রাপ্তি হয়নি। বরং আমরাই উপকৃত হয়েছি তোমার করুণাধারায়। নশ্বর আমরা ধন্য তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ। আমরা ধন্য তুমিই আমাদের আবার তোমার কাছে ফিরিয়ে নেবে। আমাদের নশ্বরতা দূরীভূত হবে আগামী জীবনে।